Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

3/17

পূর্ণ-যোগ

PRESENTED

38

LIBRARY
No. 7/195
... Ashram
BANARAS

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

পূর্ণযোগ

LIBRARY
No. 7/195
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৩০
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
চন্দননগর

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য বার আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দননগর, বোড়াইচণ্ডিতলা
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩২৫

প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

LIBRARY
No. 7/+95
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণে বলিয়াছিলাম যে "পূর্ণযোগ" তিনটি ভাগে পূর্ণ হইবে। সেবারে দিয়াছিলাম পূর্ণযোগের একটা মোটামুটি বিবরণ। এই সংস্করণে দ্বিতীয় ভাগটি যোগ করিলাম। এবারে দিয়াছি পূর্ণযোগের যে মূলকেন্দ্র বিজ্ঞান-শক্তি তাহার ব্যাখ্যা। তৃতীয় সংস্করণে এই যোগের সাধন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শেষ ভাগটি যোগ করিয়া পূর্ণযোগ বাস্তবিকই হয়ত পূর্ণ করিতে পারিব।

এই সংস্করণ লেখকের নামে বাহির হইতেছে, সুতরাং একটি কথা পাঠককে জানান উচিত যে গ্রন্থখানির বক্তব্য শ্রীঅরবিন্দের Synthesis of Yoga নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। ইতি—

গ্রন্থকার

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

প্রথম প্রস্তাব :—

১। যোগের উদ্দেশ্য ১
২। হঠযোগ ৮
৩। রাজযোগ ১৩
৪। জ্ঞানযোগ ১৮
৫। ভক্তিযোগ ২৪
৬। কর্ম্মযোগ ৩০
৭। বৈদান্তিক যোগ ও তান্ত্রিক যোগ ... ৩৬
৮। পূর্ণযোগের স্বরূপ ৪১
৯। পূর্ণযোগের কার্য্য প্রণালী ... ৪৬
১০। পূর্ণযোগের ফল ৫০

দ্বিতীয় প্রস্তাব :—

বিজ্ঞান ৫৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No.............
...mayee Ashram
BANARAS.

পূর্ণযোগ

যোগের উদ্দেশ্য

মানুষে ভগবানের স্পর্শ—ইহারই নাম যোগ। এখানে ভগবান্ অর্থে আমরা যাহাই বুঝি না কেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। মানুষ হইতে উচ্চতর বৃহত্তর বিশ্বজনীন অথবা তুরীয় একটা কিছু জাগ্রত সত্তা এইটুকু স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট। ভক্তের সহিত ভগবানের, অহংএর সহিত ঈশ্বরের, জীবের সহিত শিবের, আত্মার সহিত পরমাত্মার—এমন কি বৌদ্ধমত অনুসরণ করিয়া সংস্কারের সহিত শূন্যের—আমরা সেই একই সংযোগের কথা বলিতে পারি। মূল কথা এই সংযোগ, এই সম্বন্ধ স্থাপন, উহা হইতেই যোগসাধন আরম্ভ। কিন্তু এই সাধনার প্রণালী, গতি, পরিণতি সব নির্ভর করে মানুষ আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণযোগ

কোন্ ভাগে কোন্ ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে বা হইতে চাহিতেছে, তাহার কোন্ অঙ্গে ভগবানের স্পর্শ পড়িয়াছে।

কারণ মানুষ বিশুদ্ধ অমিশ্র অখণ্ড একটি বস্তু নয়। সে বিভিন্ন ও বিপরীত গুণাবলীর সমষ্টি, প্রকৃতির সকল স্তর তাহার মধ্যে গ্রথিত, সৃষ্টির সকল স্রোতই তাহার মধ্যে বহমান। আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারি প্রধানতঃ তিনটি স্তর একটির উপরে আর একটি সেখানে বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রথম দেহ আর দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে যে জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি। দ্বিতীয় মন—বুদ্ধি বিচার চিন্তা ভাবুকতা প্রভৃতির খেলা এই ঊর্দ্ধতর ক্ষেত্রে। তৃতীয় ও ঊর্দ্ধতম ক্ষেত্র হইতেছে অধ্যাত্মবোধ যাহার স্বরূপ বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—যাহা অমৃতত্বের অধিষ্ঠান। বর্ত্তমানে মানবপ্রকৃতি এখনও এই আত্মাকে সজ্ঞানে চিনিতে পারে নাই, সে তাহার মনের খেলার মধ্য দিয়াই আভাসে ইঙ্গিতে ইহাকে বোধ করিতেছে। কিন্তু উহাই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য। দেহ ও প্রাণ লইয়া মানুষের পশুভাব, মন বুদ্ধি লইয়া মানুষের মানুষভাব আর তুরীয় জ্ঞান আনন্দ লইয়া মানুষের দেবভাব, সিদ্ধভাব বা ভাগবতভাব। বিবর্ত্তনের গতি চলিয়াছে, পশুভাব হইতে মানুষভাবে, মানুষভাব হইতে দেবভাবে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি চায় মানুষকে পশুভাব মানুষভাব হইতে দেবভাবে তুলিয়া ধরিতে তাহারই নাম যোগশক্তি এবং সেজন্য যে পথে চলিতে হয়, জীবনকে গড়িতে হয় চালাইতে হয় তাহারই নাম যোগসাধনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে যে নানা সাধনপন্থা প্রচলিত আছে তাহাও মানুষের এই ত্রিধা ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে স্তরে স্তরেই সজ্জিত। প্রথম হঠযোগ। হঠযোগের ক্ষেত্র মানুষের সর্ব্বনিম্ন স্তর—তাহার স্থূলদেহ। শরীর ও প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উহার মধ্যেই ভগবানের স্পর্শ অনুভব করা হঠযোগের উদ্দেশ্য। তারপর রাজযোগ মানুষের দ্বিতীয় স্তরের উপর স্থাপিত। সমস্ত মনটি, মনের কোন বিশেষ বৃত্তি বা খেলা নয় কিন্তু মনের যে মূলপ্রকৃতি সেই মানস সত্তা অথবা চিত্ত দ্বারাই রাজযোগ মানুষকে সাধনমার্গে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিতেছে। রাজযোগ কেন্দ্রীভূত মানুষের সূক্ষ্মদেহে। সর্ব্বশেষে মানুষের আধ্যাত্মিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মার্গত্রয় —(১) জ্ঞানযোগ (২) ভক্তিযোগ (৩) কর্ম্মযোগ। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মপ্রেরণা (ইচ্ছাশক্তি will) মনের এই তিনটি প্রকরণ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ যথাক্রমে এই তিনটির একটির উপর নির্ভর করিয়া উহার সাহায্যে মানুষকে ভাগবতসত্তায় পরিণত করিতে চায়। মার্গত্রয়ীর কেন্দ্র মানুষের স্থূল দেহও নয়, সূক্ষ্ম দেহও নয়, তাহা হইতেছে আত্মা, জীব বা পুরুষ। জ্ঞান প্রেম অথবা শক্তির মধ্য দিয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার, জীবের সহিত ভগবানের, পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনই ত্রিমার্গের অধ্যাত্মযোগ।

এই ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থার সার্থকতা কি, অভাব কি, গুণ কি, দোষই বা কি তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন সাধনার উদ্দেশ্য কি, যোগের লক্ষ্য কি? কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারাই উপায়ের সফলতা বা নিষ্ফলতা বিচার সম্ভব। কোন্ সাধনমার্গের উপযোগিতা কোথায়, অনুপযোগিতা কোথায় তাহা স্থির করিতে হইবে কি লক্ষ্য করিয়া আমরা সাধনা করিতে চলিয়াছি। যোগসাধনার দুইটি লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে —কৈবল্যমুক্তি আর জীবন্মুক্তি। মায়াবাদীগণের মত জগৎকে যদি শুধু মরীচিকা শুধু দুঃস্বপ্ন বলিয়া জানি, বৌদ্ধদিগের মত মানুষকে, সৃষ্টিকে যদি 'ক্ষণিক বেদনা'-সমষ্টিরূপেই গ্রহণ করি তবে জগতে থাকিতে আমরা চাহিব না—কোনরূপে এই দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই আমাদের নিঃশ্রেয়স, দীপশিখার মত কোনরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ। জীবনকে মুছিয়া দিয়া, জগতের সহিত সকল সম্পর্ক শূন্য হইয়া উহাদের অতীতে কোন-কিছুতে অথবা কিছু-না'র মধ্যে মিশিয়া মিলাইয়া যাওয়াই কৈবল্যমুক্তি। ইহাই যদি আমাদের সাধনার লক্ষ্য হয় তবে এই যে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থা তাহাদের পরস্পরের তুলনা বা দোষগুণ বিচার করা উহাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যে পন্থাই নির্ব্বাচন কর না কেন, একবার নির্ব্বাচিত করিয়া সেই পন্থা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। উপরে উঠিয়া যাওয়াই যখন একমাত্র লক্ষ্য তখন উপায় রজ্জু হউক, বংশমঞ্চ হউক অথবা প্রস্তরের সোপান হউক তাহাতে কি আসে যায়—কোন প্রকারে পার হইতে পারিলেই ত সব হইল। তবে একথা সত্য, ভিন্ন স্বভাব ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোন পন্থা কাহারও কাছে সুগম কাহারও কাছে দুর্গম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কিন্তু এইটুকু বিচার করা সাধকের পক্ষে যে বিশেষ কষ্টকর তাহা নয়।

কিন্তু জগতের অর্থ যদি আমাদের কাছে অন্যরূপ বোধ হয়, জগৎ মোহ বা দুঃস্বপ্ন নয়, জগৎ আনন্দময়, জগৎকেই যদি আমরা নিঃশ্রেয়সের আধার বলিয়া জানি, জীবনকে অস্বীকার করিয়া নয়, জীবনকে আলিঙ্গন করিয়াই যদি আমরা মুক্ত সিদ্ধ হইতে চাই তবে যোগসাধনার এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে। মানুষরূপ যে মন্দির তাহার দেবতা মন্দিরের চূড়ায় যে কেবল অধিষ্ঠিত তাহা নয়, এই মন্দির যে সেই চূড়ায় উঠিবার জন্য সুধু সোপানাবলীর সৃষ্টি তাহা নয়। ইহার মধ্যে যতগুলি প্রকোষ্ঠ আছে সবগুলিই দেবতার প্রতিষ্ঠান, দেবতার নিবাসধাম —সকলগুলি যুগপৎ পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত রাখিতে হইবে, সকলগুলির মধ্যেই যুগপৎ যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইবে। শরীরের অতীত হইবার জন্যই সুধু শরীর নয়, মনের অতীত হইবার জন্যই সুধু মন নয়, জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের অতীত হইবার জন্যই সুধু জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম নয়, ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করিবার জন্যই সুধু ব্যক্তিত্ব নয়। দেহ মন আর অধ্যাত্মবৃত্তি ভগবানকে পাইবার যে কেবল পন্থা বা উপায়মাত্র তাহা নহে। আমরা যখন বুঝিতে পারি শরীরের পশ্চাতে কেবল যে ভগবান্ তাহা নহে শরীরই ভগবান্, মনের পশ্চাতে সুধু নহে মনই ভগবান্, অধ্যাত্মসত্তার পশ্চাতে সুধু নহে অধ্যাত্মসত্তাই ভগবান্ তখন সকলপ্রকার সাধনপন্থারই একযোগে আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করি। শরীর মন আত্মা এই তিনটি স্তরেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকিব, মানুষের সমগ্রটির মধ্যে ভগবানকে জাগাইয়া তুলিব, আমাদের কোন একটিমাত্র অঙ্গে নয়, আমাদের যাহা কিছু আছে সকল অঙ্গদ্বারাই ভগবানকে আলিঙ্গন করিব—ইহাই যদি আমাদের যোগের লক্ষ্য তবে সুধু একটি কোন বিশেষ পন্থাই আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা চাই অখণ্ড পূর্ণযোগ যাহা দ্বারা আমাদের সকল স্রোতধারায় ভগবান্ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতে পারেন, আমাদের সকল ক্ষেত্রকেই ফলে ফুলে ফসলে ঋদ্ধিমান করিয়া তুলিতে পারেন। আরও, আমরা সুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধি চাহি না, আমরা চাহি বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি। বিশ্বমানব যাহাতে শুদ্ধ, মুক্ত, পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে আমাদের ব্যক্তিগত সাধনা তাহারই প্রতিকৃতি। মানবসঙ্ঘের নির্ব্বাণ আমরা চাহি না, আমরা চাহি যাহাতে সে তাহার অশেষ বৈচিত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাহার বর্ত্তমান সকল প্রেরণা সকল প্রয়াস সকল কর্ম্মই থাকিবে সুধু তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে একটা উচ্চতর কিছুর মধ্যে—ভগবানের মধ্যে। ইহা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন কোন একটি মাত্র বিশেষ সাধনমন্ত্র কিছু সমগ্র মানবজাতির ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার উপর চাপাইতে পারি না। তাই আমাদের সকল পন্থার সমন্বয় বাহির করা প্রয়োজন, এমন সমন্বয় যাহা সুধু আমাদের নিজের নিজের নয় কিন্তু নিখিল জীবের মানবজাতির সমষ্টিগত সাধনার পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

এই পূর্ণাঙ্গ যোগই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন এই লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রাখিয়া, উহার সাহায্যেই স্থির করিতে হইবে কোন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. 7/195 Shri Shri ... BANARAS

যোগের উদ্দেশ্য

যোগপন্থার কতটুকু সার্থকতা, কতটুকুই বা ত্রুটি। তাহার পূর্ব্বে এই বিভিন্নপন্থার কিছু ব্যাখ্যা, কাহার কি বিশেষ ফল তাহা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠযোগ

প্রকৃতির প্রতিষ্ঠাভূমি যে অন্নময় ও প্রাণময় কোষ, সহজ ভাষায় যাহার নাম দেহ ও প্রাণ, তাহাকে পরিশুদ্ধ বশীভূত করাই হঠযোগের লক্ষ্য। সাধারণ জীবনে মানুষের দেহ ও প্রাণ গঠিত হইয়াছে সেই সাধারণ জীবনের প্রয়োজন হিসাবে। প্রকৃতির বিরাট ভাণ্ডার হইতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ ধারা মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের এই দেহ ও প্রাণ। বংশানুক্রমের ধারা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধারা এই দুইটির দ্বারা আমাদের শরীর ও প্রাণের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত খণ্ডিত। শরীর সেই সেই অঙ্গ ততটুকুমাত্র সঞ্চালন করে, প্রাণে সুধু সেই পরিমাণে শক্তির খেলা হয় যাহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন ও পর্য্যাপ্ত, তাহার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতি সাধারণ মানুষের শরীর ও প্রাণে যে ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে হঠযোগ তাহা অতিক্রম করিয়া আর একটি বৃহত্তর ধর্ম্ম আর একটি পূর্ণতর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চায়। শরীর শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসা রোগ জরা মৃত্যুর দাস, তাহার চির অভ্যাসগত কর্ম্মগুলিরই মধ্যে সে আবদ্ধ, প্রাণে ততটুকু বেগ যতটুকুর জোরে শরীর তাহার আয়ুর বর্ষ শতেকের পারে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌঁছিতে পারে। হঠযোগী চায় প্রাণের মধ্যে এমন একটি উৎস খুলিয়া দিতে যাহার সাহায্যে প্রকৃতির অজস্র অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাহার ভিতরে বিপুল স্রোতে বহিয়া আসিতে পারে, শরীরের সকল ক্ষুদ্র বন্ধন, যাবতীয় খণ্ডিত সংস্কার ভাসিয়া যাইতে পারে। শরীর ও প্রাণকে সাধারণ জীবনের প্রয়োজনের শুধু উপযুক্ত করিয়াই রাখিতে চায় না। শরীর সুস্থভাবে অনিশ্চিত কাল ব্যাপিয়া থাকিবে, প্রকৃতির অনন্ত জীবনী-শক্তি ধারণ করিবার সামর্থ্য উহাতে থাকিবে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী দুইটি উপায় লইয়াছে—আসন ও প্রাণায়াম। আসনের দ্বারা শরীরকে অচঞ্চল স্থির হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ শরীর নিতান্ত অস্থির, একটা কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ প্রকৃতির প্রাণশক্তির বিরাট সমুদ্র হইতে যে স্রোত শরীরের মধ্যে সর্ব্বদা আসিয়া পড়িতেছে শরীর তাহার সব কিছু ধারণ করিতে পারে না, তাই বিবিধ অঙ্গসঞ্চালনীর মধ্য দিয়া উহা বাহিরে উপছিয়া পড়ে, নানা কর্ম্মাবলীর দ্বারা অতিরিক্ত শক্তিটুকু ক্ষয় করিতে আমরা বাধ্য হই। শরীরকে শান্ত নিস্পন্দ করা অর্থ এই প্রাণশক্তি সবটুকু নিজের মধ্যে ধারণ করা। প্রাণশক্তি যদি এইরূপে শরীরের মধ্যে জমাইয়া তুলিতে পারি তাহার ফলে শরীর বলীয়ান, স্বাস্থ্যপূর্ণ, কমনীয় হইয়া উঠে। হঠযোগী তারপর নানা প্রকার জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা শরীর হইতে সকল ময়লা দূর করেন ও নাড়ীমণ্ডলী পরিশুদ্ধ রাখেন। নাড়ীশুদ্ধির উদ্দেশ্য নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অবাধ খেলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া যে প্রক্রিয়া তাহারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণশক্তিকে, প্রাণবায়ুকে সংযত স্ববশীভূত করা। আর নিশ্বাস-প্রশ্বাসই হইতেছে প্রাণশক্তির প্রধান স্থূল ক্রিয়া। প্রাণায়ামের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম আসনের দ্বারা যে কায়াসিদ্ধি হয় তাহাকে আরও পূর্ণতর করা। প্রণায়ামের ফলে শরীরে প্রাণশক্তি মুক্তভাবে খেলিতে পারে ও সে শক্তির বেগও অনেক বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ শরীর যে সকল নিয়মের দাস সে সকল সে অতিক্রম করিতে পারে। প্রাণশক্তিকে স্ববশে আনিয়া শরীরের দ্বারা যে নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম করা যাইতে পারে—ইহা হঠযোগশাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া চিরদিন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। শরীর স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে এবং হঠযোগীরা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বহুকাল—এমন কি অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া—জীবন ধারণ করিতে পারেন। প্রাণায়ামের আর এক ফল উহা সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সাধারণ মানুষের অলভ্য অপরিচিত নানা প্রকার নূতন বৃত্তি খুলিয়া দেয়—সাধকের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় সৃষ্টির অদৃশ্য স্তর, অকল্পিত জগৎ, অদ্ভুত দৃষ্টি, অদ্ভুত শক্তি। সুধু তাহাই নয় মানুষের যে সকল সাধারণ বৃত্তি উহাদেরও পরিস্ফুরণ হয়, উহারাও বিপুল শক্তির আধার হইয়া কার্য্যকরী হয়। এই সকল ঐশ্বর্য্য সিদ্ধির জন্য হঠযোগী আরও নানা প্রকার গৌণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন।

হঠযোগের ফল যাহা তাহা আমরা দেখিলাম। সাধারণ মানুষ এই সকলের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই এ সকলের সার্থকতা কি? শরীর না হয় অক্ষয় হইল, অসাধারণ শক্তির আধার হইল কিন্তু মানুষ কেবল ঐটুকুতেই তৃপ্ত হইতে পারে কি? মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত কথায়, সুধু বিত্ত আহরণ করিয়া লাভ কি—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

হঠযোগের এইখানেই মস্ত অভাব। ভগবানকে, অমৃতকে সে অতি সহজেই ভুলিয়া যায়। যোগের যে মুখ্য কথা ভগবানের মধ্যে মুক্ত সিদ্ধ হওয়া হঠযোগী সেটুকু মনে রাখিতে পারেন না, ঐশ্বর্য্যের মোহে তিনি আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেইজন্যই সচরাচর প্রকৃত যোগীদিগের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতি, 'সিদ্ধাই'র প্রতি কেমন একটা সঙ্কোচ, অথবা ভীতি রহিয়াছে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহারা বলেন এ সকল ভূত প্রেতের খেলা অথবা পথের প্রলোভন —এ সকল হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সাধকের মধ্যে এইরূপ কোন ঐশ্বর্য্যের সঞ্চার হইলে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে তাঁহারা উপদেশ দেন। কিন্তু ইহাও আবার অতি মাত্রা। আমরা ঐশ্বর্য্যও চাহি কিন্তু তাহা হইবে ভগবানের ঐশ্বর্য্য। ভগবৎ উপলব্ধি ও ঐশ্বর্য্য যে যুগপৎ থাকিতে পারে না তাহা নয়। হঠযোগীর ভুল এইখানে তিনি যে শক্তির অধিকারী ভগবানকে বিস্মরণ করিয়া তাহা কৃপণের মত নিজের জন্য নিজের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। আমরা যে পূর্ণযোগের কথা বলিয়াছি তাহা জগৎ লইয়া মনুষ্যজাতি লইয়া। আমাদের যোগের ফল বিশ্ববাসীর কল্যাণে জগতের কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে। অন্যান্য যোগীদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় ঐশ্বর্য্য আমরা বর্জ্জন করিতে চাহি না কিন্তু হঠযোগীর মতনও আবার উহাকেই একান্ত করিয়া ধরিব না। তারপর আমাদের যোগের লক্ষ্য জগতের সহিত সকল প্রকার জাগ্রত সম্বন্ধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু হঠযোগী যে বিরাট জটিল প্রক্রিয়াদিতে মগ্ন তাহা তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময়কে নিয়োজিত রাখে—বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়। অধিকন্তু হঠযোগী ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধনার পর যে সকল ফলের অধিকারী হয়েন তাহা যে কেবল হঠযোগের দ্বারাই লভ্য এমন নহে। রাজযোগের দ্বারা তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা সেই সকল ফল অনেক সহজে আমরা পাইতে পারি। হঠযোগের দান অনেকখানি সন্দেহ নাই কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ মূল্য সে আদায় করে তাহা নিতান্তই বিসদৃশ। সেই একই মূল্য দিয়া আমরা সেই সমস্ত জিনিষ ও আরও মহত্তর জিনিষ সব পাইতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 7/185
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

রাজযোগ

হঠযোগের একস্তর উপরে হইতেছে রাজযোগ। আমরা বলিয়াছি এই রাজযোগ শরীর বা প্রাণ লইয়া নয়, ইহার কেন্দ্র মন। মনকে বশীভূত করিয়া উহার সাহায্যে মানুষকে পরিবর্ত্তিত ভাগবত-সত্তায় অধিষ্ঠিত করিতে সে চাহে। মনকে শুদ্ধ সংযত শান্ত করিতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানসিক রাজ্য—আমাদের সকল চিন্তা ভাব বাসনা প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এখন মনের যে বিচিত্র খেলা, যে বহুমুখী বৃত্তি সে সকলের উৎস হইতেছে চিত্ত। আমরা যাহা করি যাহা ভাবি যাহা বোধ করি তৎ সমস্তই উঠিতেছে চিত্ত-সাগর হইতে, উহার মধ্যেই বিলীন হইতেছে, উহার মধ্যেই সংস্কাররূপে থাকিয়া যাইতেছে। মনের যে প্রতিষ্ঠা যে মূল সেই চিত্তেরই উপর রাজযোগের দৃষ্টি। চিত্তকে যদি একবার বশ করা যায় তবে সমস্ত মন আপনা হইতেই বশে আসিবে। তাই পতঞ্জলির যোগসূত্রের প্রথম সূত্র—যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই যোগ। মানুষের চিত্ত সর্ব্বদা শতধা চলমান। বৃত্তি সকলের উদ্দাম বিক্ষোভে মানুষের অন্তর আবিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাই আপনাকে সে জানিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না আপনার মধ্যে যে বৃহত্তর মহত্তর সত্তা সেই ভগবান্ সেই পরমপুরুষের স্পর্শ পায় না। ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল ইঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে—ভৃত্য প্রভুর আসনে বসিয়া রাজ্য চালাইতেছে। এই চিত্তবৃত্তিকে আনত শান্ত করিবার জন্য রাজযোগী অষ্টাঙ্গ সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই অষ্টাঙ্গ হইতেছে যম নিয়ম আসন প্রণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। প্রথম যম ও নিয়ম। মনের চিত্তের যে অতিমাত্র চাঞ্চল্য প্রবৃত্তির যে উচ্ছৃঙ্খল বেগ তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া আনা যম ও নিয়মের লক্ষ্য। অহিংসা সত্যভাষণ মিতাচার শুচি সন্তুষ্টি ঈশ্বর-চিন্তা প্রভৃতি বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া সাধক চিত্তবিক্ষোভের দাসত্ব হইতে অনেকখানি মুক্তিলাভ করেন। মনকে সংযত নিয়মগত করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থির শান্ত হইতে শিক্ষা দেন। কিন্তু মনকে শান্ত করা কেবল মনের দ্বারাই হয় না। মনের উপর শরীর এবং প্রাণেরও অনেকখানি আধিপত্য রহিয়াছে। রাজযোগ তাই আসন এবং প্রাণায়ামেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে হঠযোগী যে কৃচ্ছ্রসাধ্য শতাধিক আসন যে বহুবিধ জটিল প্রাণায়াম ক্রিয়ার সাহায্য লইয়াছেন রাজযোগী সে সকলকে সহজ সরল করিয়া যতটুকু প্রয়োজন মাত্র সেইটুকু গ্রহণ করিয়াছেন। স্থিরসুখ আসনই একমাত্র আসন অর্থাৎ যেরূপে বসিলে মন স্থির করিবার সুবিধা হয় প্রাণায়াম সহজ হয় তাহাই আসন। প্রাণায়াম হইতেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ। এই শ্বাস-প্রশ্বাস রোধের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম শ্বাস-প্রশ্বাস রোধের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত চিত্তবৃত্তির রোধও সহজ হইয়া আইসে। দ্বিতীয় শ্বাস-প্রশ্বাসের খেলাকে স্ববশীভূত করা অর্থ প্রাণবায়ুকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখা তাহাকে অধিগত করা। ইহাতে প্রাণশক্তির আধার যে সুপ্তকুণ্ডলিনী তাহা জাগরিত হয় চিত্তের উপর যে তমঃ যে ঘন আবরণ পড়িয়া আছে তাহা দূরীকৃত হয়, চিত্ত স্বচ্ছ সত্ত্বপ্রকাশক হইয়া উঠে। চিত্তকে সত্ত্বপূর্ণ প্রকাশক করিয়া তুলিতে হইবে ইহা আসন ও প্রাণায়ামের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের অতিরিক্ত বা অবান্তর যে প্রক্রিয়াদি রাজযোগ সে সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন। আরও, প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক যে সকল ঐশ্বর্য্য যে সকল অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকে রাজযোগী হঠযোগীর ন্যায় তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট বা আসক্ত নহেন।

চিত্ত যখন বিমল শান্ত হইয়াছে, প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন তাহাকে একেবারে চিন্তাশূন্য, একেবারে নিশ্চল করিবার জন্য প্রাণায়ামের পরে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহৃত করিয়া একটি মাত্র প্রতীতি বা জ্ঞানের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। এইরূপে যথাক্রমে প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের মধ্য দিয়া সর্ব্বশেষে সেই 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসংস্বরূপশূণ্যমিব সমাধি'র মধ্যে পৌছিতে পারিলেই রাজযোগের সিদ্ধি। এই সমাধি অবস্থায় বহিঃকরণ অন্তঃকরণ সব নিশ্চেষ্ট সব শান্ত, এখানেই সকল আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এখানে তুমি আমি ধ্যান ধ্যেয় কিছুই নাই, আছে কেবল এক উদার মহৎ বিরাট স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্য। এই সমাধি অবস্থা যখন এরূপ পূর্ণ ও সিদ্ধ হয় যখন চিত্তের সংস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদয় সুধু শান্ত নয় কিন্তু একেবারে সমূলে উৎপাটিত লুপ্ত হইয়া যায় তখনই 'দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্' ।

রাজযোগ হইতে আমরা প্রধানতঃ দুইটি শিক্ষা পাই। প্রথম, সাধারণতঃ আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া স্থূলের মধ্যেই থাকি ইন্দ্রিয়াতিগ ভূমির কোনই সংবাদ রাখি না। রাজযোগ দেখাইয়া দেয় ইন্দ্রিয়ের খেলাকে দমন করিলে, মনকে নিস্তব্ধ চিন্তাশূন্য করিলে আমরা আর এক প্রকার চৈতন্যের মধ্যে জাগরিত হই। ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতীতির মধ্যেই আমাদের জ্ঞান আর বদ্ধ থাকে না, জ্ঞানের নূতনতর গভীরতর উৎস খুলিয়া যায়। আর তাহাই সত্য অব্যর্থ জ্ঞান। বস্তুর অন্তরের সত্তা তখন আপনা হইতেই প্রতিভাত হয়, তখনই জীব আপনার আধ্যাত্মিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম স্বরাজ্য সিদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ সুধু অন্তর্জগৎকে বশীভূত করা নয়, সুধু আত্মচৈতন্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকা নয় কিন্তু সমাধি অবস্থার সে কেন্দ্রীভূত বিপুল চিৎশক্তি দ্বারা আমরা বহির্জগৎকেও বশীভূত করিতে পারি, তাহার দ্বারাই আমাদের স্বভাব আমাদের কর্ম্মজীবন আমাদের পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত, গঠিত, পরিচালিত করিতে পারি। ইহাকেই বলা হইয়াছে সাম্রাজ্য সিদ্ধি। ইদানীন্তন কালে এই সাম্রাজ্য সিদ্ধির কথা রাজযোগী তেমন মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না, ইহাকে একরকম রাজযোগ সাধনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। প্রাচীন কালের সাধকগণ কিন্তু সাম্রাজ্য-সিদ্ধি ব্যতিরেকে স্বরাজ্যসিদ্ধিকে কোনদিনই পূর্ণ, সার্থক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

রাজযোগ

শরীর ও প্রাণের উপরে উঠাইয়া রাজযোগ মানুষকে পরিপূর্ণ করে তাহার মানসিকক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, মানুষকে দেয় প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবনের আস্বাদন। ইহাই রাজযোগের দান। কিন্তু রাজযোগের অভাব এইখানে যে সুধু সমাধি অবস্থাটিকেই সে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। আমরা চাহি অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রের চেতনাকে স্থূলের মধ্যে জাগরিত করিতে, জগৎকে আত্মার শক্তির দ্বারাই রচিয়া তুলিতে। রাজযোগী কিন্তু স্থূলের সহিত বন্ধন ছিন্ন হইয়া, প্রাণের মনের সকল রকম খেলাকেই নিস্তব্ধ করিয়া কোন এক তুরীয় লোকে চলিয়া যাইতে চাহেন। জাগ্রত অবস্থাকে হেয় মনে করিয়া তাহাকে বিস্মরণ করিয়া তিনি আপনাকে ঢাকিয়া রাখেন স্বপ্ন বা সুষুপ্তির মধ্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্গত্রয়ী

জ্ঞানযোগ

রাজযোগের পরবর্ত্তী স্তরে হইতেছে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই যোগত্রয়। ইহাদের ক্রিয়া রাজযোগের ন্যায় অন্তঃকরণের সবখানি লইয়া নহে। মনের যাবতীয় প্রকরণ নিয়ন্ত্রিত বশীভূত করিতে ইহারা চেষ্টা পায় না। ইহাদের লক্ষ্য মনের যে প্রধান তিনটি গতি তাহার কোন একটি ধরিয়া তাহারই সহায়ে সমস্ত মানুষটিকে পরিবর্ত্তন করা। সমস্ত মানুষটিকে চারিদিক হইতে ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার অন্তরের মূল বস্তুটি ধর, তাহার কেন্দ্রস্থলে আঘাত কর, দেখিবে কত সহজেই সে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই মূল বস্তু, অন্তঃকরণের প্রধান ধর্ম্মরূপে লইয়াছে কেহ জ্ঞান, কেহ প্রেম, কেহ কর্ম্ম এবং সেই অনুসারে তাহাদের সাধনপন্থার নাম হইয়াছে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ। মানুষের এই যে ত্রিবিধ ঈষণা সাধারণ জীবনে তাহাদের গতি স্থূলের, অল্পের, খণ্ডের দিকে, সেই দিক হইতে ফিরাইয়া উহাদিগকে সূক্ষ্মের, বৃহতের, পূর্ণের দিকে, ভগবানের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে ইহা হইতেছে মার্গত্রয়ের সাধনার মূল সূত্র। একবার যদি মানুষ তাহার বুদ্ধির কেন্দ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা হৃদয়ের কেন্দ্রে অথবা কর্ম্মপ্রেরণার কেন্দ্রে ভাগবত স্পর্শ অনুভব করে তবে ক্রমে অব্যর্থভাবে সকল অন্তর ক্ষেত্রগুলিই সেই স্পর্শে দিব্যপ্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে। রাজযোগ ও এই মার্গত্রয়ীর মধ্যে আর একটি প্রভেদও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রাজযোগ শরীর ও মনের সংমার্জ্জন ও সংশোধনের উপর যতখানি জোর দেয়, ভাগবত সত্তার অধিকারী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত শরীর ও মনকে যত কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়া, নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শুদ্ধ, সিদ্ধ, পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায় মার্গত্রয় তাহা কিছুই করে না। আসন, প্রাণায়াম বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ এ সকল প্রক্রিয়া মানুষকে জোর করিয়া করিতে হয়, বাহির হইতে আপনার উপর কি একটা আরোপ করিতে হয়—ইহাদের মধ্যে কেমন কৃত্রিমতা ও সঙ্কীর্ণতার আভাস মিশ্রিত হইয়া আছে। মার্গত্রয় বলে, মানুষকে লও মানুষ হিসাবে, তাহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থায়। মানুষ চায় জানিতে, ভালবাসিতে, কর্ম্ম করিতে—এই তিনের সাহায্যে কি করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহাই বিচার্য্য। শরীর ও মনের সে কঠিন ব্যায়ামের কসরতের প্রয়োজন কি?

রাজযোগের প্রতিষ্ঠা চিত্ত, জ্ঞানযোগের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি। মানুষ জানিতে চায় এই জানা'র প্রবৃত্তি ধরিয়া জ্ঞানযোগ। লক্ষ্য কি? ভগবান্। ভগবানকে পাইতে হইলে আগে চাই ভগবানকে জানা। ভুল জ্ঞান বা অজ্ঞান নাশ করা এবং সত্যের জ্ঞান পাওয়াই তবে সকল সাধনা। সত্যরূপী ভগবান্ হইতেছে আত্মা। এই আত্মসাক্ষাৎকারই সকল জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের দুইটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তর, অথবা দুইটি ভাগ। প্রথম হইতেছে বিচার ও বিবেক। সত্যকে জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে সত্য কি নয়, ভুল কি? ইহাই বিচার। আমার সম্বন্ধে আমি যতখানি জানিতে পারি অন্য কিছু সম্বন্ধে তেমন জানা সম্ভব নয়। তাই বিচার আরম্ভ আমাকে দিয়া। আমার মধ্যে সত্যবস্তুটি কি? তাহা কি দেহ? না। প্রাণ? না। মন? না। কারণ এ সকলই নশ্বর, চঞ্চল, ক্ষণিক। সত্য অর্থ সৎ, যাহা আছে, ছিল, থাকিবে। থাকাই যাহার ধর্ম্ম। যখন এই নেতি নেতি করিয়া ভুল প্রত্যয় সব নিরসন করি, যখন গভীরভাবে উপলব্ধি করি দেহ প্রাণ মন সত্য নয়, ইহাদের অতীতে একটা কিছু আছে যাহা অব্যভিচারী সত্তা, যাহা সৎ, যাহা সত্য তখন জাগে আমাদের মধ্যে বিবেক। বিবেক এক সহজ প্রেরণাভরে সত্যের ও মিথ্যার পার্থক্য দেখাইয়া দেয়। বিচার মিথ্যা প্রতীতি খণ্ডন করিবে। বিবেক সত্যবস্তুর আভাসটি ফুটাইয়া তুলিবে—আভাস কেন না, আমার নিগূঢ় সত্য আমিত্বের যে চৈতন্য তাহা একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। বুদ্ধির দ্বারা তাহার ভাবমূর্ত্তি পাই মাত্র। এই ভাবকে উপলব্ধির মধ্যে বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলাই জ্ঞানযোগের দ্বিতীয় ভাগ। তাহা হইতেছে এই ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া, মনে মনে গাঁথিয়া তুলা, তাহাতে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া যাওয়া। জ্ঞানযোগীর ভাষায় বলিতে গেলে, সত্যকে আত্মাকে পাইতে হইলে চাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অবহিত হইয়া শুন সত্য-মন্ত্র, সত্যের নাম, তাহার সংজ্ঞা, তাহার পরিচয়, চিন্তাকে মনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদা তাহার উপর অর্পণ কর, তাহার মধ্যেই ডুবিয়া যাও। ক্রমাগত এইরূপ সেই পরম বস্তুরই কথা ভাবিতে ভাবিতে, কেবল সৎ-সত্তারই প্রতীতির মধ্যে অবস্থান করিতে করিতে বাহ্য প্রতীতি সব আমাদের খসিয়া পড়িতে থাকিবে, দেহ প্রাণ মনের খেলা এই মিথ্যা মরীচিকা স্তিমিত হইয়া আসিবে। ফুটিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবে শাশ্বত গুহাহিত যে আত্মা। তখন সাধকের অন্য কোন চেতনা নাই, সে তখন তুরীয়ে প্রতিষ্ঠিত, তখনই সে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ। জগতের জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রামের জ্ঞান হইতে নির্ব্বিশেষ মুক্তিলাভ করিয়া তাহার তখন কৈবল্যপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসিদ্ধি।

জ্ঞানযোগের মহৎ দান এই ব্রহ্ম, এই সচ্চিদানন্দ—সেই সৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল সত্তা, সেই চৈতন্য যাহা সকল জ্ঞানের মূল, সেই আনন্দ সুখদুঃখের মধ্যে যাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহ। জ্ঞানযোগ মানুষকে দেখাইতেছে তাহার গভীরতম আত্মবস্তু, সকল সীমা সকল খণ্ডতা সকল স্থূলতার অতীতে যে অনির্ব্বচনীয় পূর্ণত্ব, একত্ব, যে নিত্যসত্য, যাহা অপরিণামী, অবিসম্বাদী, শাশ্বত, সনাতন, যেখানে শোক নাই, মোহ নাই, অতৃপ্তি নাই, দ্বন্দ্ব নাই। কিন্তু জ্ঞানযোগের অভাব এইখানে যে মানুষকে তুরীয় অতীন্দ্রিয় বস্তুটির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া তাহার ইহলোকত্রয় তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে একবারে তুচ্ছ অগ্রাহ্য করিয়াছে। দেহ প্রাণ মনে অসত্য অনৃতের খেলা আছে কিন্তু ইহারা একান্ত অসত্য অনৃত নহে। ইহাদিগকে সচ্চিদানন্দ-বস্তুতেই গড়িয়া তুলা যাইতে পারে এ কথা জ্ঞানযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিতে পারেন নাই। মূল সত্যকে খুঁজিতে যাইয়া সেই সত্যের যে শাখাপ্রশাখাময় ফলফুলে সুশোভিত একটা স্থূল প্রকটমূর্ত্তি আছে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। খণ্ডকে সীমাকে তিনি দূর করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যকেও হারাইয়াছেন। এককে পাইয়াছেন কিন্তু একেরই যে বহুত্ব তাহা হারাইয়াছেন। একীকরণ বুঝিয়াছেন কিন্তু সমীকরণ বুঝেন নাই। পূর্ণযোগের সাধক আমরা এককে চাই, কারণ একেই প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই এককে ফুটাইয়া তুলিব বহুতে, ব্রহ্মকে জাগ্রত করিব দেহ প্রাণ মনে। একের ও বহুর, ব্রহ্মের ও জগতের, অতীন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানযোগ যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে আমাদিগকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, উভয়ের মিলনস্থানটি, সামঞ্জস্য তত্ত্বটি আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

জ্ঞানযোগীর ভুল এইখানে তিনি নিজের অস্মিতার মধ্যেই ব্রহ্মকে প্রকট দেখিতেছেন, একান্তভাবে সেখানেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু নিজের সত্তাকে জগতের কেন্দ্ররূপে না দেখিয়া, জগতের অন্যান্য বস্তুকে নিজের চৈতন্যের ছায়া বা মায়াখেলারূপে না গ্রহণ করিয়া, যদি অপরের সত্তার মধ্যেও আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি, প্রত্যেক ব্যষ্টিগত চৈতন্যের মধ্যে একই ব্রহ্মের পূর্ণ স্থিতিটি সাক্ষাৎ করি তবে জগতের বাহিরে নয়, জগতের ভিতরেও এই ব্রহ্মকে পাইব। সকল দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতের উপলব্ধি দ্বারা বুঝিব জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াবাদী কল্পিত সে ব্যবধান নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ ব্রহ্মসত্তার যে চৈতন্য জ্ঞানযোগী কেবল তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যের ধর্ম্ম যে প্রকাশ, বিকীরণ, বিস্ফুরণ অর্থাৎ শক্তি তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নাই—চিৎ আর তপঃ একই বস্তু এবং এই তপঃ হইতে সৃষ্টি। সুধু চৈতন্যের দিকেই তিনি জোর দিয়াছেন বলিয়া তিনি পাইয়াছেন নিষ্ক্রিয় বা অক্ষর ব্রহ্ম। কিন্তু চৈতন্যের অন্তরে যে প্রকাশাত্মিকা প্রেরণা যে উদ্‌গমনশীল শক্তি—স পর্য্যগাৎ—লুক্কায়িত তাহার উপর ধ্যান দিলে আমরা দেখিব ব্রহ্মই কর্ম্মপর হইয়া উঠিয়াছেন, অচল স্থাণুই আপনার অচলত্ব স্থাণুত্ব অব্যাহত রাখিয়া গতির মধ্যে পরিণামের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। ব্রহ্মেরই স্বরূপ সত্তা হইতে এই জগৎ বিচ্ছুরিত, তাহার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সচ্চিদানন্দের পরম শান্তিকে ধরিয়াই বিশ্বের শক্তি চঞ্চল, নিত্য লীলায়িত। জ্ঞানযোগ যদি আমরা এইভাবে সাধনা করি তবে একমেবাদ্বৈতং শান্তং শিবং সুন্দরং জগতের প্রতি বস্তুতে প্রতি গতিভঙ্গিমায় পরিস্ফুট দেখিতে পাইব। আমাদের চিন্তা আমাদের ভোগ আমাদের কর্ম্ম-জীবনকেও অন্তরের একটা প্রসন্নতা, বিমলতা, স্বচ্ছতা, শান্তির, মুক্তির প্রদীপ্ত চৈতন্য, অখণ্ড জ্ঞানের উপরেই খেলাইয়া তুলিতে পারিব। তখন সাধারণ জীবনকে আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না, জগতের কর্ম্ম হইতে আর দূরে থাকিতে হইবে না, এই সকলকে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মিস্থিতিরই সুবলয়িত লীলাবিতান করিয়া গড়িয়া তুলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্গত্রয়ী

ভক্তিযোগ

জ্ঞানযোগ মানুষকে তাহার মস্তিষ্ক, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, সত্যকে জানিবার প্রেরণার মধ্য দিয়া সমুন্নত অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। ভক্তিযোগ লইয়াছে মানুষের হৃদয়, ভালবাসিবার বৃত্তি, সুন্দরের প্রতি আসক্তি। জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য ব্রহ্ম, তুরীয় চৈতন্য। ভক্তের লক্ষ্য ভগবান্, তুরীয় আনন্দ। জ্ঞানীর পন্থা আত্মোপলব্ধি, আপন স্বরূপকে, সত্যসত্তাকে জানা, চেনা, নিজের 'আমিটিই' হওয়া। ভক্তের পন্থা আত্মসমর্পণ, প্রণতি—'আমি'কে 'তুমি'র হাতে ধরিয়া দেওয়া, 'আমার' মধ্যে 'তোমাকে' মিলাইয়া আনন্দে তৃপ্তিতে ভরপুর হইয়া উঠা। ভক্ত বলেন প্রেমতৃষ্ণা অপেক্ষা মানুষের মধ্যে প্রবলতর বৃত্তি নাই। মানুষ চিন্তা করে মানুষ কর্ম্ম করে কিন্তু সে সকল যেন বাহিরের অঙ্গমাত্র। হৃদয়ই তাহার কেন্দ্রস্থল, হৃদয় দ্বারাই মানুষ প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত। মানুষকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, বৃহত্তর সত্তার সহিত তাহাকে পরিচিত করাইতে হইলে এই ভালবাসার টানের মধ্য দিয়া করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আশু ফলপ্রদ। মানুষ ভালবাসিতে চায় মানুষকে, মানুষের স্থলে স্থাপন কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্—ভালবাসার পাত্রটি শুধু পরিবর্ত্তন কর, দেখিবে মানুষ কেমন কত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষ খুঁজিতেছে ভালবাসার পূর্ণ তৃপ্তি—কেবল মানুষে তাহা সম্ভব কোথায়? কিন্তু ভগবান্ যে পূর্ণ প্রেম, অখণ্ড ভোগমূর্ত্তি, পরম সুন্দর। ভগবানকে এই ভাবে দেখিয়া, নিজেরই অন্তরের সমস্ত ভালবাসার নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে রসরাজ তাঁহাতেই একান্তচিত্ত হইয়া ডুবিয়া যাও। ঈশ্বরে পরানুরক্তি ইহাই সব সাধনার মূল কথা। এই অনুরাগ যাহার হইয়াছে তাহার চিত্তশুদ্ধিও হইয়াছে, তাহার মুক্তিলাভও হইয়াছে।

ভক্তিযোগ ভগবানকে মানুষের অতি গোচর অতি আপনার করিয়া ধরিয়া দিয়াছে। মানুষ চায় নিজেরই অনুরূপ সামগ্রী কিছু, নিজের মতনই যাহা যতখানি তাহার সহিত ঠিক ততখানিই সে মিলিত হইতে পারে। ভক্তিযোগে মানুষ তাহার সেই অতীন্দ্রিয় বা তুরীয়, সেই মহত্তর বৃহত্তর আদর্শটি হইতে আপনাকে আর দূরস্থলিত বলিয়া বোধ করে না। কারণ ভক্তিযোগ মানুষকে খুব মানুষভাবেই দেখিয়া তবে তাহার সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছে। নানা সম্বন্ধের বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া মানুষ এই জগতে—নানা ভালবাসার পাত্রে আপনার হৃদয়-ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি এইরূপ ভালবাসার নানা সম্বন্ধ সে পাতিয়াছে। ভক্তিযোগ বলিতেছেন ভগবানকেও এইরূপ যে কোন ভাবে তুমি পাইতে পার। তিনি একটা অদ্ভুত বা অনধিগম্য পদার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু নহেন। তিনিই "পিতেব পুত্রস্য সখ্যেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ"। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের রসের এই পঞ্চধা ভাব। এই সকল ভাবই হৃদয়ে রাখ। এবং যে ভাবেই তুমি ভরপুর থাক না কেন মানুষের দিক হইতে ফিরাইয়া কেবল তাহাকে ভগবানের চারিদিকে ফুটাইয়া তোল। ভক্তবীর হনুমান, অর্জ্জুন, যশোদাদেবী, শ্রীরাধা এইরূপ এক এক ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু ভক্তিমার্গ আবার এ কথাও বলিয়াছেন যে সুধু অনুকূল-ভাবে নয় প্রতিকূলভাবেও, সুধু মিত্রভাবে নয় শত্রুভাবেও ভগবানের সাধনা করা যাইতে পারে, ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে। কোন জিনিষ অধিকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ অতি তীব্র সম্বন্ধ স্থাপন করা। মিত্র-ভাবের ন্যায় শত্রুভাবেও এইরূপ একটা তীব্র সম্বন্ধ। মিত্র যেমন আমাদের কাছে পরিস্ফুট গোচর, শত্রুও ঠিক তেমনি পরিস্ফুট গোচর, তাহার অস্তিত্ব আমাদের অন্তরে তেমনি জাজ্বল্যমান। ভগবানকেও এইরূপ শত্রুভাবে দেখিয়া, তাঁহার সহিত পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। এমন কি মিত্রভাব অপেক্ষা, শত্রুভাব অনেক সময়ে সাধকের পক্ষে আশু ফলপ্রদ। কারণ শত্রুভাবের মধ্যে আমাদের অন্তরের যত অশুদ্ধতা, বিকৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা সব একত্রিত একমুখী বিপুল হইয়া উঠে। এবং যখন এই বিরাট স্তূপটি ভগবানের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়—তখন তিনি একযোগে একটি আঘাতে সে সমস্তখানি চূর্ণ বিচূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. BANARAS

করিয়া দিবার সুবিধা পান। মিত্রভাবে কিন্তু ভগবানকে সাধকের প্রতি অঙ্গ হইতে অবিরাম খুঁটিয়া খুঁটিয়া তবে দোষগুলি দূর করিতে হয় এবং ইহা সময় সাপেক্ষ। সেইজন্যই বোধ হয় কথিত আছে মিত্রভাবে মুক্তি সাত জন্মে, শত্রুভাবে মুক্তি তিন জন্মে মাত্র। বিদ্বেষ প্রণয়েরই উল্টা দিক। ঘোর বিদ্বেষকে প্রণয়ে সহজেই পরিণত করা যায়। কিন্তু উদাসীনতা যেখানে সেখানে এই প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করা দুরূহ।

ভগবান্ সুধু অতীন্দ্রিয় অদেহী সচ্চিদানন্দ নহেন। জগতের স্থূলরূপ মানুষের ইন্দ্রিয়াদির খেলার মধ্যে ভগবানেরই আনন্দস্বরূপ মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছে। ভক্তিযোগের ইহাই মূলতত্ত্ব। জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু, সে সকলকে ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ যাবতীয় ইন্দ্রিয় এবং সকলের প্রতিষ্ঠান এই দেহ এই জগৎ—সবই সত্য ও নিত্য। ইহাদের প্রত্যেকের একটি সত্য সত্তা আছে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সত্য সম্বন্ধ আছে। তাহার পূর্ণ প্রতিকৃতি যেখানে তাহাই ভগবান্। স্থূলের যত প্রকাশ যত বিভব সবই ভগবানের মধ্যে আছে এবং সম্পূর্ণভাবেই আছে। আছে বলিয়াই বাহিরে তাহাদের এই বিকাশ। ভগবান্ তাই সকল ঐশ্বর্য্য সকল বীর্য্য সকল শ্রীর আধার—তাঁহাতেই সকল 'ভগ' তাঁহাতেই সকল ভোগ, সকল রস, সকল আনন্দ। স্থূল বস্তুর স্থূল বিকাশের মধ্যে রহিয়াছে যে ভাগবত বস্তু ভাগবত বিকাশ তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহার রসে মজিয়া যাওয়াই ভক্তের লীলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত জগৎকে অস্বীকার করেন না, জগৎকে তিনি ভগবানেরই নিগূঢ় লীলার বাহ্যমূর্ত্তি, ভগবানেরই রাসলীলার স্থূল আশ্রয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দেখেন। কিন্তু এই জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা সাক্ষী অথবা উদাসীন রসগ্রাহকের সম্বন্ধ মাত্র। ভাগবত আনন্দে তিনি গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত তপঃশক্তি মানুষকে সুধু (passive) ভোক্তা নয়, (active) কর্ত্তা হইতে নিযুক্ত করিতেছে তাহা তিনি অনুভব করেন না। ভক্ত জগতে যাহা যেমন আছে বা হয় তাহাতেই সমরসাত্মক এক বিপুল আনন্দের ঘোরে মগ্ন। এই আনন্দের খেলারও যে একটা বিশেষ লক্ষ্য, বিশেষ গতি, বিশেষ প্রণালী আছে মানুষ প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা অন্তরে উপলব্ধি করিবে, কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে বিরাট করিয়া তুলিবে—তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। জগৎ তাঁহার চক্ষে তাই অর্দ্ধস্ফুট, ভাবের কুয়াসায় আবৃত, উহা জাগ্রত বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে না। ভাবপ্রবণতার সহজ মাদকতার নেশায় মজিয়া ভক্তির সাধক সাধারণ জগৎ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়েন। ভক্তিমার্গের ইহাই অভাব।

ভগবানের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ একেবারে অতীন্দ্রিয়ে, সৃষ্টির বাহিরে। ভক্ত সেই সম্বন্ধটিকে স্থূলতর মানুষের নিকটতর করিয়া দেখিয়াছেন। সৃষ্টির ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের ইহাই বিশিষ্টতা। জগৎ লইয়া, মনুষ্যজাতি লইয়া যে সিদ্ধ জীবন, যে দিব্য সাম্রাজ্য তাহার একমাত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই প্রেম, ভাগবত প্রেম। মানুষে মানুষে, সুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষে মানুষে কেন, মানুষে ও সৃষ্টপদার্থ মাত্রেরই মধ্যে যে একটা আনন্দের সামঞ্জস্যের মিলনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, সে মিলনের খেলার সম্ভাবনা দেখাইয়াছে ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গ আরও বলিতেছে, মানুষের যে রূপতৃষা, ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয়-পরিচালিত-জীবন তাহার মধ্যে ভগবানেরই ভোগেচ্ছা লুক্কায়িত, তাঁহারই আনন্দ স্ফুরিত। তাই এ সকলকে ছাড়িয়া দিয়া নয়, কিন্তু ইহাদিগকে ভগবানের মধ্যে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াই দিব্যজীবন পাওয়া যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্গত্রয়ী

কর্ম্মযোগ

কর্ম্মযোগী কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া ভগবানকে আরও বাস্তব, আরও প্রকট করিয়া দেখেন। ভগবান্ জ্ঞাতামাত্র নহেন, সুধু ভোক্তাও নহেন, তিনিই আবার নিয়ন্তা, ঈশ্বর। তিনিই বিরাট কর্ম্মী—এ কর্ম্মশীল জগৎ তাঁহারই বিরাট অঙ্গ-সঞ্চালনা। ভগবানের যে স্পষ্টতম স্থূলতম প্রকাশ, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে মানুষ যাহার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশ্রিত, যাহা ব্যতিরেকে কেহ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, সেই কর্ম্মরাজীর মধ্য দিয়া কর্ম্মযোগী ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহেন। কর্ম্মযোগে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জীবনের প্রতি কর্ম্ম, যে অবস্থায় যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই সাধক থাকুক না কেন তদুচিত প্রত্যেক কর্ত্তব্য করিতে হইবে ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া, প্রত্যেক কর্ম্মটি পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ তাঁহারই চরণে নিবেদন করিতে হইবে। কারণ মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্ম করে অহংকারবিমূঢ় হইয়া, এই অহংকারই তাহার ও ভগবানের মধ্যে একমাত্র অন্তরায়, এই অহংকারের দেউলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াই তাহাকে অনন্তের বৃহৎ বিসারে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই নিজের জন্য নয়, নিজের লাভালাভ সুখদুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয়পরাজয়ের প্রতি উদাসীন হইয়া, সুধু কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম, ভগবান্ চাহিতেছেন তাই করিতেছি—এই ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মযোগের ভিত্তি হইতেছে এই ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করা—আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামতা। তারপর এই আত্মসমর্পণ ও নিষ্কামভাব যখন পূর্ণতর দৃঢ়তর হইয়া উঠে তখন ফলাফলের জন্য কোন অপেক্ষা ত থাকেই না, কর্ত্তব্যের জ্ঞান কর্ম্মের উপর অধিকারও মুছিয়া যায়। আমার করণীয় অকরণীয় কাজ বলিয়া কিছু নাই, আমার উৎসর্গ করিবার কিছু নাই, কারণ আমি নিজে কিছু করিতেছি না। ভগবানই আমার দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম করিয়া লইতেছেন। তাঁহারই বিরাট শক্তি তখন সাধকের মধ্যে আবির্ভূত হয়, সাধক তখন স্বতন্ত্রতাবিহীন যন্ত্রটির মত ভগবানের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া চলে, বাত্যামুখে তদ্গতপ্রাণ পত্রটির মত ঘুরিয়া চলে। আমি তখন কর্ত্তা নহি। আমি দ্রষ্টা, পুরুষ দেখিতেছে মাত্র, প্রকৃতিই সব করিতেছে। শেষ অবস্থা তখন যখন ভাগবত প্রকৃতির পূর্ণ প্রেরণা সাধকের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া চলে। তখন আমি বোধ নাই। আমার দৃষ্টি নহে, ভগবানের দৃষ্টি। আমি মিশিয়া গিয়াছে পরমপুরুষে, এ দেহ মন প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে দিব্য প্রকৃতিতে। পরমপুরুষের ঈষণাতেই চলিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গ্রথিত আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি। ভগবান্ তখন সুধু আমার সংস্কারগত প্রেরণা ধরিয়া, আমার পারিপার্শ্বিক নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের অনুসারেই কর্ম্ম করেন না, উহাদের মধ্যেই আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। তিনি নিজের অলৌকিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশীশক্তির দ্বারা তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে নূতন প্রেরণার মধ্যে নূতন কর্ম্ম ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সাধারণতঃ কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করেন কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য। জীব বদ্ধ, কারণ তাহার কর্ম্ম আছে। কর্ম্মের নাশেই তবে নিঃশ্রেয়স কৈবল্য। তবে কর্ম্মের নাশ সম্ভব কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া নয়। কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে। কিন্তু অহংকারের দ্বারা কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। তাই যে কর্ম্ম কর সবই ভগবানের যজ্ঞমূর্ত্তিতে আহুতি প্রদান কর। এইরূপেই সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভিতরে কর্ম্মের বীজ নষ্ট হইলেও যতদিন দেহ থাকে ততদিন পূর্ব্ব সংস্কারের প্রেরণা বশতঃ দেহ কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াই চলে। কিন্তু এ দেহও শেষে ভাঙ্গিয়া পড়ে, পঞ্চভূতের বন্ধনটুকুও তখন টুটিয়া যায় তখন তুমি চলিয়া যাও তোমার স্বরূপে, আর তোমাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না। তখনই তোমার পূর্ণ সিদ্ধি। সাধারণ কর্ম্মযোগীর ইহাই আদর্শ।

কিন্তু কর্ম্মযোগকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ করিয়া না লইলেও লইতে পারি। কর্ম্ম স্বয়ং কিছু বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ অহংকার ও অজ্ঞানতা। কর্ম্ম ভগবানেরই স্বরূপ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। চিৎশক্তির দ্যুতিই যে কর্ম্মে বিলসিত, ভাগবত আনন্দই কর্ম্মে লীলায়িত। অহংকার বিনাশ কর, অজ্ঞানতা দূর কর, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ম্মও যে বিনষ্ট দূরীভূত হইবেই তাহা নয়। কারণ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরও সত্য ও গভীরতর প্রদেশে। প্রকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মযোগ

কর্ম্মযোগ আমাদিগকে বরং ইহাই শিক্ষা দেয়, অহঙ্কার অজ্ঞানতা ভিতরের ময়লা দূর হইলে কর্ম্মের স্রোত শুদ্ধতর বিপুলতর হইয়াই ছুটিয়া বাহির হয়। মুক্তির পরেই বস্তুতঃ যথার্থ কর্ম্ম সম্ভব, ভিতরে ব্রাহ্মীস্থিতিকে অব্যাহত রাখিয়াই বাহিরে কর্ম্মজীবনের বিরাট খেলাটি সৃষ্টি করিয়া চলিতে পারি। তখন যে কর্ম্ম করি তাহা আমার অন্তরাত্মার তুরীয়ের ভাগবত প্রতিষ্ঠার কর্ম্ম—স্থাণু মুক্ত অনন্ত সত্তাকে পশ্চাতে জাগ্রত রাখিয়া যে সচল শক্তি প্রকট হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিব দুইটি কারণে মার্গত্রয়ী আমাদের পূর্ণ সন্তোষ দেয় না। প্রথমতঃ ইহাদের লক্ষ্য সুধু আধ্যাত্মিকতার, স্বরূপের নগ্নতা। অধিভূত যাহা, রূপ যাহা তাহার পরিপূর্ণতাও যে আধ্যাত্মিকতা এ কথা ইহারা ধরিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম মানুষের এই তিনটি বৃত্তি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ বলিয়া পৃথক পৃথক পন্থা নির্দ্দেশ করা কৃত্রিমতার সৃষ্টি মাত্র। প্রকৃত জ্ঞানী যে ঈশ্বরে পরাণুরক্তি তার আপনা হইতেই হয়। এবং ভগবানকে যে ভালবাসিয়াছে জ্ঞান তাহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানের, প্রেমের সার্থকতা কর্ম্মের মধ্যে—কর্ম্মী যিনি তাহার কর্ম্ম বিধৃত জ্ঞানের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে। পূর্ণভাবের সাধক জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম যুগপৎ চাহেন, আপনাকে কাটিয়া ইহার কোনটিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে বা ইতর স্থান দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

বিভিন্ন যোগপন্থার বিশেষ গুণ কি তাহা আমরা দেখিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাবই বা কোথায় তাহাও দেখিয়াছি। আমরা এখন কোন্ পন্থা অনুসরণ করিব? আমাদের অন্তর বাহিরের সকল স্তর, আমাদের সকল সত্তা, সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি চাই। ভগবানকে আমরা সর্ব্বতোভাবে চাই, স্বরূপের নগ্নত্বে তাঁহাকে চাই, রূপের ঐশ্বর্য্যেও তাঁহাকে চাই। এই উদ্দেশ্যকল্পে হঠযোগ রাজযোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পন্থারই কিছু না কিছু দান করিবার আছে। তবে কি সকলগুলিই আমাদিগকে যুগপৎ অভ্যাস করিতে হইবে? কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। পন্থাগুলিকে এত বিভিন্ন প্রকৃতির করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, প্রত্যেকের আছে আপন আপন বিশেষ নিয়ম, বিশেষ প্রক্রিয়া, তাহারা এমন পরস্পর বিরোধী, এত সূক্ষ্ম, এত জটিল, যে সবগুলিকে অভ্যাস করিতে গেলে আমরা এক বৃহৎ অপায়ের সৃষ্টি করিব মাত্র। একটির পর একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সবগুলি যে আয়ত্ত করিব তাহাও সম্ভব নয়। এক জীবনে ত নয়, বহু জীবনেও তাহা সুদুষ্কর।

আমাদিগকে এমন একটি তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে যেখানে সকল পন্থার সামঞ্জস্য, এমন একটি সূত্র ধরিতে হইবে যাহাতে সব পন্থাগুলিরই গূঢ়তম রহস্য বিধৃত। এমন বস্তু যদি কিছু পাই তাহাই আমাদের আদর্শের উপযোগী। যোগমার্গাবলীর বাহ্য অঙ্গগুলি আমরা পরিত্যাগ করিব, অবান্তর ঠাট যাহা তাহা দূরে রাখিব। এমন একটি সজীব সত্যকে ধরিব যাহা সকল পন্থার প্রাণ, যাহা সকলকেই পূর্ণতায় ভরিয়া ধরিতে পারে। এই মূল সত্যটির আলোকেই আমরা বুঝিতে পারিব কোন্ পন্থার কতটুকু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করিতে হইবে, কতটুকু বর্জ্জন করিতে হইবে, ঠিক কি ভাবে আমাদিগকে চলিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদান্তিক যোগ ও তান্ত্রিক যোগ

সাধারণ প্রচলিত যে যোগপন্থাসকলের বিবরণ দিয়াছি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিব সে সকলেরই অন্তরালে একটি মূলভাব রহিয়াছে—আপাততঃ তাহাদিগকে যতই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হউক না কেন। যে মূলবস্তুটি আশ্রয় করিয়া এই সকল সাধনপন্থায় চলি তাহা হইতেছে জ্ঞান। এবং এইজন্য উহাদিগকে বলা যাইতে পারে বৈদান্তিকমার্গ। জ্ঞানযোগী হউন, ভক্তিযোগী হউন আর কর্ম্মযোগীই হউন, সকল সাধকের নির্ভর হইতেছে জ্ঞান, মূলতঃ জ্ঞানকেই লক্ষ্য ও উপায়রূপে ধরিয়া তাঁহারা চলেন। জ্ঞানীর বিচার বিতর্ক জ্ঞানের একটি রূপ মাত্র—এ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিতে। কিন্তু ভক্ত বা কর্ম্মীর জ্ঞান তর্কবুদ্ধিপ্রসূত না হইলেও তাহা জ্ঞানই। ভক্তের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেছে হৃদয়ে—সে জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের ভিতর দিয়া। আর কর্ম্মীর জ্ঞান তাহার ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে, এই জ্ঞানই ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়া কর্ম্মে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে। রাজযোগ, হঠযোগেরও অন্তরালে রহিয়াছে এই জ্ঞানেরই প্রাধান্য। এ সকল যোগে পুরুষই সাধক, আত্মাই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তারূপে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, সেই স্থির করিয়া দিতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি রাখিতে হইবে, কি বর্জ্জন করিতে হইবে, আধারকে কেমন সাজাইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষই হইতেছে লক্ষ্য—এই চৈতন্যময় আত্মসত্তার সহিত মিলিত হওয়াই যোগসিদ্ধি।

কিন্তু ভারতবর্ষে আর এক প্রকার যোগ প্রচলিত আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের উপর নহে, পুরুষ তার নিয়ন্তা নহে। তান্ত্রিকযোগে সাধক হইতেছে প্রকৃতি, উপায় হইতেছে শক্তি। যে সাধনায় পুরুষ হইতেছে সাধক আর জ্ঞানই উপায় তাহার মূলকথা উদাসীনতা, জগতের খেলা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা, সরাইয়া ফেলা। তান্ত্রিক কিন্তু এই খেলাকেই জড়াইয়া ধরিয়াছেন, প্রকৃতির নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে আদ্যাশক্তি, যে তপঃশক্তি তাহারই অদম্য বলে, তাহারই স্ব-ঈরিত পন্থায় তিনি চলিয়াছেন। বৈদান্তিক প্রকৃতিকে জানেন মায়াময়ী বলিয়া। প্রকৃতি অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল, ইহার মধ্যে যতটুকু চেতনার ছায়া তাহা পুরুষের সংস্পর্শে। তাই বৈদান্তিক সাধক প্রকৃতির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না, প্রকৃতিকে তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ধাবিত বিকশিত হইতে দেওয়াও তাঁহার লক্ষ্য নয়। তান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃতিকে জানেন চিন্ময়ী বলিয়া। তাই তাঁহারই প্রেরণায় সম্পূর্ণ ভর করিয়া চলিতে তান্ত্রিকের এতটুকুও ইতস্ততঃ নাই। বৈদান্তিকের উদ্দেশ্য প্রকৃতির ছায়াপাত হইতে পুরুষকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত করিয়া লওয়া। তান্ত্রিক প্রকৃতিকে জগৎশক্তির সমস্ত খেলাকেই সত্য বলিয়া আনন্দপূর্ণ বলিয়া আলিঙ্গন করেন। তাই প্রকৃতিকে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শক্তিকেই অধ্যাত্ম জীবনের সাম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করিয়াছেন।

সাধারণ জীবনের যে খণ্ডতা অসম্পূর্ণতা, আধারের যে অসামর্থ্য মলিনতা তাহাকে দূরে রাখিয়া নিগ্রহ করিয়া, তাহার দিক হইতে সকল মনোযোগ ফিরাইয়া জীবনের, আধারের অন্তরালে অতীতে যে স্থাণু নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ অদ্বৈত জিনিষটি আছে ধ্যানে, মনের একাগ্রতায় তাহাকেই জাজ্বল্য করিতে চাহিয়াছেন বৈদান্তিক যোগী। তান্ত্রিক বলিতেছেন জীবনের পূর্ণতার উৎস জীবনের মধ্যেই, আধারের শুদ্ধির কারণ আধারের মধ্যেই আর কোথাও নয়। তান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটি মৌলিক তত্ত্ব পাইয়াছেন যাহার প্রাণ অদম্য বল, অনন্ত শক্তি, অব্যাহত কর্ম্মপ্রেরণা—ইহাই আবার শুদ্ধ পূর্ণ চেতনাদীপ্ত। জীবনকে, আধারকে জীবনের আধারের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তর্জ্জনীসঙ্কেতে জীবনের কর্ম্মবহুল ভোগবহুল বিক্ষুব্ধতার, আধারের সকল প্রাকৃত-প্রেরণার মধ্য দিয়াই চালাইয়া তিনি গড়িয়া লইতেছেন।

বৈদান্তিক সাধনার বিষয় সৎ, উপায় বৈরাগ্য। তান্ত্রিক সাধনার বিষয় তপঃশক্তি, উপায় ভোগ। বৈদান্তিক পুরুষকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন, তান্ত্রিক প্রকৃতিকে অতিমাত্র করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক এই যে সৎ'এর বিরুদ্ধে শক্তিকে, শক্তির বিরুদ্ধে সৎকে দাঁড় করাইয়াছেন ইহাতে তাঁহারা উভয়েই সত্যের অর্দ্ধেকটুকু পাইয়াছেন মাত্র। বৈদান্তিক শক্তিকে হারাইয়া সৃষ্টির ভোগের আনন্দবিরহিত সাধুসন্ন্যাসীর সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। তান্ত্রিকও তেমনি সৎকে হারাইয়া প্রকৃতির উন্মার্গগামী স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া অনাচারকলুষিত ভৈরব ভৈরবীর জন্ম দিয়াছেন। বৈদান্তিক যেমন ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন, তান্ত্রিকও ভোগকে ভোগ বলিয়াই মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা উপায় বা সহায়মাত্র উভয়ে তাহাকেই লক্ষ্যের অধিক করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সৎ ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, এমন কি ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহাদের একটি যে উপরে আর একটি যে নীচে তাহা নয়, উভয়েই সমান পর্য্যায়ে। পূর্ণযোগের যে সামঞ্জস্য তাহার মূল এইখানে। পূর্ণযোগীর চক্ষে আত্মা বা পুরুষ হইতেছে ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতেছে তাঁহারই আপন কর্ম্মনিষ্পাদনী শক্তি। পুরুষ অথবা সৎ হইতেছে শুদ্ধ অখণ্ড অসীম আত্মসত্তা। শক্তি হইতেছে চিৎশক্তি—ঐ শুদ্ধ সত্তারই চেতনার প্রেরণা, খেলা। স্থিতি ও গতি, বিরাম ও কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ, উহাদের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ। শক্তি বা কর্ম্মপ্রেরণা যখন সুধু থাকা সুধু অস্তির চেতনায় যে আনন্দ তাহার মধ্যেই বিলীন তখন হইতেছে স্থিতি বা বিশ্রাম। ইহারই অপর নাম ত্যাগ। আবার যখন পুরুষ আপন শক্তির বহুবিধ কর্ম্মে আপনাকে ছড়াইয়া দিতেছেন, তখনই কর্ম্ম, তখনই সৃষ্টি, তখনই 'থাকা' নয় 'হওয়া'র আনন্দ। আর ইহাই ভোগ। এই যে হওয়ার আনন্দ ইহাই সৃষ্টির, জাগতিক প্রকাশের প্রসূতি, মূল কারণ। আর যাহার সহায়ে যে উপায়টিকে ভর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া আনন্দ বস্তুরাজী সৃষ্টি করিতেছে, এক বহু হইতেছে তাহাই তপঃ।

এই তপঃশক্তি পুরুষেরই চিৎশক্তি অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষ যখন আপন শুদ্ধ সত্তার মধ্যে নিগূঢ় অব্যক্ত অনন্ত রূপসম্ভাবনীয়তার উপর আপনার চেতনাকে খেলাইয়া তুলে তখনই উদ্ভূত হয় বস্তুর ভাবময় স্বরূপ, ব্যষ্টির বিশিষ্টের ঋতময় সত্যময় অন্তরাত্মা—যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অথবা সত্যভাব সকল জ্ঞান সকল শক্তির আধার যে আত্মসত্তা তাহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে বলিয়া আপনাকে অব্যর্থরূপে পরিপূর্ণ করিতে চলিয়াছে। আমাদের দেহ প্রাণ ও মনের অন্তরালে রহিয়াছে এই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। এই বিজ্ঞানই আবার এক নৈসর্গিক প্রেরণাবলে দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়া আপনাকে জাগরূক করিয়া ধরিতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সকল যোগ সাধনারই প্রতিষ্ঠা এই চিৎভাব এই বিজ্ঞান এই সত্যং ঋতং বৃহৎএর অপ্রত্যাহত কার্য্যকরিতার উপর। সকল যোগপন্থা ইহাকেই মানিয়া চলিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ এই সত্যটিকেই লক্ষ্য করিয়া কতবার বলিতেছেন, 'শ্রদ্ধান্বিত' 'ভাবসমন্বিত' হইয়া যে যাহা চায় সে তাহা পাইবেই, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, যেরূপ ভাব সে তাহাই হয়। যো যৎশ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণযোগের স্বরূপ

তবে যোগের প্রথম কথা, যেখান হইতে আরম্ভ করিব তাহা হইতেছে কি রকম ভাবে ও শ্রদ্ধায় আমরা প্রকৃতিকে দেখিতেছি। মূলতঃ আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতি হইতেছে আপনারই শক্তির মধ্য দিয়া পুরুষের আত্মবিকাশ, আত্মচরিতার্থতা। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রকৃতির দুইটি গতি, দুই রকম খেলা। একটি সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক আর একটি নিগূঢ় দিব্যমূর্ত্তি, একটি উপরের স্তরের আর একটি নীচের স্তরের। সাধারণতঃ যেমন ভাবে আমরা জীবন কাটাই, অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া, অজ্ঞানের অশক্তির দুঃখের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া তাহাই প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত জীবন। কিন্তু অহংকার ছাড়াইয়া, ক্ষুদ্রতা, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের শক্তির আনন্দের মাঝে যখন উঠিয়া যাই তখনই পাই প্রকৃতির পরামূর্ত্তি, তাহা লইয়াই দিব্য জীবন। এই নীচের ধাপ হইতে উপরে উঠার নামই যোগ। ইহা দুই ভাবে হইতে পারে। এক, নীচ হইতে যখন একেবারেই উঠিয়া যাই, প্রকৃতির অপরা খেলাটিকে নিঃশেষ বর্জ্জন করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাই অথবা যখন নীচকে ইহকে সুধু পরিবর্ত্তিত পরিশুদ্ধ করিয়া উচ্চতরটির অমৃত্রের মধ্যে তুলিয়া ধরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যেটিই লক্ষ্য হউক না কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠা এই নীচের স্তরে, কাজেই ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তবে অপরটি পাইতে হইবে। সাধারণ যোগ সকলের লক্ষ্য ইহাকে পরিত্যাগ করা তাই তাহার পন্থা প্রাকৃত প্রেরণার দুই একটি বিশেষ ভঙ্গিমাকে আশ্রয় করিয়া, আর সব ভুলিয়া তাহারই সহায়ে শেষে সমুচ্চের ভগবানে মিশিয়া যাওয়া। পূর্ণযোগী কিন্তু চাহিতেছেন অপর জিনিষটী, তিনি চাহিতেছেন প্রাকৃতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লইয়া তাহারই মধ্যে অতিপ্রাকৃতের দিব্যের খেলা ফুটাইয়া তুলিতে। কারণ প্রকৃতির প্রাকৃত খেলার মধ্যে পুরুষের ভগবানেরই নিগূঢ় প্রেরণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অন্তর্যামীর পূর্ণ বিকাশে পূর্ণ চরিতার্থতাই হইতেছে পূর্ণ সত্য—তাহাতেই প্রকৃতির পূর্ণ সার্থকতা। তাই পূর্ণযোগী জীবনের কোন খণ্ডিত বা বিশেষ প্রকরণের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিবেন না। তাঁহার সমস্ত জীবনটিই হইতেছে যোগ। জীবনের সকল বৈচিত্র্য সকল জটিলতার, যত ক্ষুদ্র যত বৃহৎ ব্যাপার সমস্তই অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিতে হইবে যোগের মধ্যে। সাধারণ জীবনে প্রকৃতি অখণ্ডভাবে তাহার পূর্ণ ভঙ্গিমাটি লইয়াই আমাদের মধ্যে খেলিতেছে। পূর্ণযোগের সাধক তাই সিদ্ধ জীবনে প্রকৃতির পূর্ণ অখণ্ড খেলাটিই চাহেন। প্রভেদ সুধু থাকিবে এইখানে যে সাধারণ জীবনে আমরা প্রকৃতির স্থূল গতির আধার, যোগযুক্ত জীবনে আমরা হইব দিব্য প্রকৃতির আধার। আমাদের সমগ্র সত্তটিকেই পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরিতে হইবে ভাগবত সত্তার দ্যোতনায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং উপায় হইতেছে আমাদের সমস্ত সত্তাখানিকে জাগ্রত-ভাবে ভাগবত সত্তার সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত করিয়া ধরা। ভগবানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এইখানে, তাঁহারই প্রভাবে আমাদের প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। এক হিসাবে ভগবান্ নিজেই হইবেন আমাদের সাধনার সাধক, আমাদের অন্তরের পুরুষ, আমাদের যোগের নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের ব্যক্তিগত সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়া, যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিয়া দিব্যমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবেন। কারণ আমরা বলিয়াছি আমরা, আমাদের জীবন, আমাদের পরিপূর্ণ সত্তা হইতেছে একটা ভাব বা তপঃশক্তির অভিব্যঞ্জনা। আমাদের অন্তরস্থিত যে দিব্য প্রকৃতি, আমরা অখণ্ডভাবে যে বস্তুটি তাহা নিহিত রহিয়াছে ঐ ভাব ঐ তপঃশক্তির মধ্যে। এই তপঃশক্তিকে যদি খেলাইয়া তুলিতে পারি তবে তাহা আপনার ভাবের চেতনার অব্যর্থ অটুট প্রসরণে আমাদের প্রাকৃত প্রকৃতিটি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার নিজের যে দিব্য অখণ্ড প্রকৃতি তাহাকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিবে। যাহা খণ্ডিত, যাহা তমসাবৃত তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইবে যাহা দিব্য যাহা সর্ব্বজ্ঞ যাহা সর্ব্বকৃৎ। এবং এই বস্তুটিই ক্রমে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত প্রকৃতিখানিকে শুদ্ধ জ্ঞানোদ্ভাসিত বীর্য্যপরিপ্লুত করিয়া গড়িবে, সকল মানবীয় জ্ঞান, সকল নশ্বর কর্ম্মচেষ্টার পরিবর্ত্তে তাহার নিজের দৈবীলীলাটিই ফুটাইয়া তুলিবে।

পূর্ণযোগের এই যে মূলকথা ভাগবত ভাব, পূর্ণ বিজ্ঞানশক্তিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকটিত করা, সাধনার দিক হইতে তাহারই অর্থ হইতেছে অহংকার বিসর্জ্জন, অহং এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রখানি ক্রমে ক্রমে উৎসর্গ করিতে হইবে অহঃএর অতীতে যে বস্তুটি তাহার নিকটে, তাহারই বিরাট দুর্লক্ষ্য অথচ অব্যর্থ কর্ম্মপ্রেরণার নিকটে। এ সাধনমার্গ সহজও নয় সরলও নয়। এ পথে প্রয়োজন বিপুল শ্রদ্ধা, অকুণ্ঠিত সাহস আর অটুট ধৈর্য্য। কারণ ইহার তিনটি ধাপ আমরা দেখিতে পাই। যখন শেষটিতে পৌছিয়াছি তখনই কেবল সাধনা আমাদের কণ্টকহীন ও দ্রুতগামী। প্রথম হইতেছে অহংএর চেষ্টা দিব্যভাগবত সেই বৃহৎ সেই পূর্ণের সংস্পর্শে আসিতে। ফলে তারপর আমাদের সমস্ত নীচের প্রকৃতিটিকে দিব্যপ্রেরণার সহায়ে তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলা এবং তাহাকে সমুচ্চ ভাগবত প্রকৃতিতেই পরিবর্ত্তিত করা। আর শেষ যখন এই পরিবর্ত্তন পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পথ যতই দুর্গম হউক না কেন, এ পথে আমরা নিজের শক্তিতে চলি না। আমরা অহংকারকে দূর করিতে করিতে চলিয়াছি, তাই ভাগবতশক্তিই অলক্ষ্যে যবনিকার ভিতর হইতে প্রতিনিয়ত আমাদের দুর্ব্বলতার স্থান গ্রহণ করিতেছে, শ্রদ্ধা, সাহস বা ধৈর্য্যের অভাব যখন তখন ইহাই আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তি যে অন্ধকেও চক্ষুষ্মান্ করে, পঙ্গুকে দিয়াও গিরি উল্লঙ্ঘন করায়। বুদ্ধি সন্ধান পায় একটি বিধান বা বস্তুর অন্তর্নিহিত এক ধর্ম্ম যাহার অব্যর্থ গতিই হইতেছে ভদ্রকে কল্যাণকে ঘিরিয়া। হৃদয় খুঁজিয়া পায় একজন প্রভু, একজন সখা, অথবা এক বিশ্বমাতা যিনি প্রতি পদস্খলনে আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিয়া উঠাইতেছেন। এ পথে যত বাধা যত বিপত্তি অন্য কোন পন্থায় তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু যখন স্মরণ করি ইহার লক্ষ্যটি, ইহার প্রয়াসের বিপুলত্ব—মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সকল অঙ্গ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর এক ধর্ম্মে তাহাকে জগতের জীবনের কর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখা—তাহার তুলনায় তখন মনে হয় এ পথের মত সহজ পথ আর নাই, এমন অব্যর্থ সুনিশ্চিত পন্থাও আর নাই।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী

আমাদের পরাপ্রকৃতি যখন আমাদের অপরাপ্রকৃতির উপর অখণ্ড ভাবে খেলিতে থাকে, আমাদের প্রাকৃতস্বভাবের সমস্তখানির মধ্যে যখন ভাগবতস্বভাব নামিয়া আসিতে থাকে, তখন উহা যে ভাবে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে থাকে তাহার তিনটি লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখি সেখানে যথাবিহিত অকাট্য নিয়ম বা পরম্পরা কিছু নাই। বিশেষ বিশেষ যোগপ্রণালীতে আছে ধরাবাঁধা আইন, সাধক সেখানে চলিয়াছেন নিজেকে আঁটিয়া বাঁধিয়া একটির পর একটি করিয়া স্তরের পর স্তর পার হইয়া। পূর্ণযোগের সাধক কিন্তু চলিয়াছেন একটা মুক্ত যথেচ্ছগতির মধ্য দিয়া। সাধনার শক্তি সেখানে কাজ করিতেছে বিক্ষিপ্তভাবে, কোন বিশেষ বিধানের মধ্যে তাহা নিঃশেষে ধরা দিতেছে না, তবুও সে শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, নিগূঢ়ভাবে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতেই সে চলিয়াছে। সাধকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, সে প্রকৃতির মধ্যে যে সব উপকরণ হইতেছে শুদ্ধির সিদ্ধির সহায় আর যে সব অন্তরায় সেই সকল অনুসারেই শক্তি নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে। বিশেষ যোগের সাধকসকলকে চলিতে হইতেছে একই পথে একই ভঙ্গিমায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলরেখায় ঋজুভাবে। পূর্ণযোগের সাধক নিজের অন্তঃস্থিত নিগূঢ় প্রয়োজনের বশে চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া, একটা উদার প্রসারের মধ্য দিয়া আপনার সমস্ত প্রকৃতিটিকে লীলায়িত বলয়িত হইয়া উঠিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়া। পূর্ণযোগের প্রত্যেক সাধকেরই স্বতন্ত্র পথ, প্রত্যেক সাধকই স্বভাবের প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ সাধন উপায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু নাই তাহা নয়। কোন কঠিন সঙ্কীর্ণ ছাঁচের মধ্যে না ঢালিয়া ফেলিয়া, আমরা পূর্ণযোগেরও কার্য্যে একটা প্রণালী ধরিয়া দিতে পারি, পূর্ণযোগেরও একটা শাস্ত্র কিছু পাইতে পারি। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীতে রহিয়াছে কেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দ গতি, সেখানে নাই জড়যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য গতানুগতিকতা, পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা—কিন্তু তবুও সেখানে আছে একটা নিয়ম একটা ধর্ম্ম, সুধু তাহা হইতেছে উদার সূক্ষ্ম, তাহা রহিয়াছে সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্য স্বৈরাচারকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহা প্রাণের ধর্ম্ম। পূর্ণযোগের মধ্যে খেলিতেছে প্রকৃতির এই প্রাণের ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী হইতেছে পূর্ণ অখণ্ড, সাধকের সমগ্র প্রকৃতিটি লইয়া। সুতরাং আমাদের সমস্ত অতীতের পরিণতিস্বরূপ আজ যে প্রকৃতির আধার আমরা হইয়া উঠিয়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনীয় উপকরণই বর্জ্জিত হয় না, সবই কেবল পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাগবত সত্তায় ভরিয়া উঠে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক জিনিষটিই এক মহাশিল্পী আপন হাতে করিয়া লন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বর্ত্তমানে অতি ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে যে বস্তুটিকে সে প্রকাশিত করিতে চাহিতেছে, সেই বস্তুটিরই জ্বলন্ত মূর্ত্তি করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলেন। আমাদের উপলব্ধি, আমাদের দৃষ্টি যতই স্পষ্টতর পূর্ণতর হইতে থাকে ততই আমরা বুঝিতে থাকি আমাদের নিম্নতর প্রকৃতি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আধার কোন্ কোন্ উপকরণে গঠিত, ততই দেখিতে থাকি উহার মধ্যে যত কিছুই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, হেয়, বিকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন সকলেরই মধ্যে নিগূঢ় রহিয়াছে একটা সত্য একটা ঋত দিব্য ভাগবত প্রকৃতির মহাসামঞ্জস্যে যাহার স্থান ও কর্ম্ম যথানির্দ্দিষ্ট আছে। মানব প্রকৃতির সকল স্তরের, আধারের প্রতি অঙ্গেরই আছে একটা সত্য আত্মা সত্য ধর্ম্ম সত্য কর্ম্ম সে সকলই ফুটাইয়া তুলিয়া, জাগ্রতে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণযোগ ভগবানের পূর্ণতা গড়িয়া লইতেছে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণযোগ আমাদের অন্তঃস্থিত ভাগবত শক্তি আমাদের সমগ্রজীবনটিকেই উপায় স্বরূপ কার্য্যে লাগাইয়াছে। আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞা, বাহ্যজগতের সহিত প্রত্যেক স্পর্শ যতই অকিঞ্চিৎকর অথবা যতই বিপুল মারাত্মক হউক না কেন সকলকে ধরিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। অন্তরের প্রত্যেক অনুভূতি, প্রত্যেক মর্ম্মন্তুদ যাতনা, সাধনার পথে প্রতি পদস্খলনাও আমাদের সহায় হইয়াছে, সিদ্ধির দিকে অব্যর্থভাবে লইয়া চলিয়াছে। আমাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকি ভগবান্ জগতের মধ্যে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, আমাদের অন্তরেও ঠিক সেই প্রণালীই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। জগতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পূর্ণযোগের কার্য্যপ্রণালী

দেখি অন্ধকারের ভিতর হইতেই আলোক বাহির করিতেছেন, দুর্ব্বলের পতিতের মধ্যেও শক্তির অভ্যুত্থানের বীজ বপন করিতেছেন, যাহা দুঃখদায়ক যাহা কষ্টকর তাহাকেও আনন্দের উৎস করিয়া গড়িতেছেন। প্রাকৃত জগতে যাহা দেখি, আধ্যাত্মিক জগতেও দেখি সেই একই লীলাভঙ্গিমা। তবে প্রাকৃতজগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে অতি ধীরে, অজ্ঞানতঃ আর অপরটিতে শক্তি ক্ষিপ্র জাগ্রত চেতনাময়, যন্ত্র যে সে চিনিয়াছে স্বীকার করিয়াছে যন্ত্রীকে প্রভুকে।

বিশ্বজীবনই হইতেছে প্রকৃতির যোগ। প্রকৃতির চেষ্টা আপনার মধ্যে নিগূঢ় ভগবানকে প্রকটিত করিবার জন্য। এই বিশ্বপ্রকৃতির আপনাহারা চেষ্টা মানুষের মধ্যে যখন সচেতন আত্মজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া হইয়া উঠে, আপন উদ্দেশ্যকে যথাযথ পরিপূর্ণ করিবার সামর্থ্য যখন তাহার জন্মায় তখনই আমরা প্রাকৃতিক স্তর হইতে উঠিয়া গিয়াছি আধ্যাত্মিক স্তরে, তখন প্রাকৃতিক শক্তির স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে যোগশক্তি। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি বিক্ষিপ্ত অনবয়ব স্তিমিতপ্রবাহ অথচ বিপুল সর্ব্বব্যাপী তাহাকেই সংহত সুবিন্যস্ত চক্ষুষ্মান্ করিয়া কার্য্য করিতেছে পূর্ণযোগশক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণযোগের ফল

পূর্ণযোগের সাধন-প্রণালীটি যেমন পূর্ণ অখণ্ড, তাহার ফলও তেমনি পূর্ণ অখণ্ড।

প্রথম হইতেছে ভাগবত সত্তার পূর্ণ অখণ্ড উপলব্ধি। ভগবানকে পূর্ণরূপে পাইয়াছি অর্থাৎ তাঁহার যে ভেদহীন অদ্বিতীয় একত্ব স্বধু সেইটুকুই নয়, কিন্তু তাঁহার যে অনন্ত রূপবৈচিত্র্য তাহাও উপলব্ধি করিয়াছি—আত্মার মধ্যে যে একত্ব স্বধু তাহা নয়, হৃদয়ঙ্গম করি আবার সেই একত্ব যাহা রহিয়াছে কর্ম্মের, সৃষ্টির জীবসকলের নানাত্বের খেলায়।

আর সেইজন্যই পূর্ণ অখণ্ড মূর্ত্তি। স্বধু সাযুজ্য মুক্তি নয়—সাযুজ্য মুক্তিতে আত্মার ব্যক্তিগত সত্তা ভেদজ্ঞান দ্বন্দ্ববোধের মধ্যেও স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ভাগবত সত্তাকে। স্বধু সালোক্য মুক্তি নয়—সালোক্য মুক্তিতে আমার চেতনা রহিয়াছে জাগিয়া সেই ভাগবত লোকে, সচ্চিদানন্দের মধ্যে। কিন্তু পূর্ণযোগ দেয় আবার সাধর্ম্ম্য মুক্তি, অর্থাৎ যখন আমার ও ভগবানের একই ধর্ম্ম, আমার আধারের নিম্ন স্তরটি—তাহার সকল সত্তা, সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপেই গড়িয়া উঠে, পরিচালিত হয় ভাগবত সত্তায় ভাগবত প্রেরণায়, ভগবানই ধারণ করেন মানুষী রূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পূর্ণযোগের ফল

এই অখণ্ড উপলব্ধি আর এই অখণ্ড মুক্তির ফল জ্ঞানের প্রেমের কর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্য। কারণ তখন অহং জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন চেতনায় একীভূত হইয়াছি সকলের মধ্যে ও সকলকে ছাড়িয়া আছে যে এক তাহার সাথে। আর এই চেতনা এই জ্ঞান যখন খণ্ডিত নয় তখন ত সহজেই কৈবল্যের একত্বের আনন্দ যেমন উপভোগ করি, ঠিক তেমনি নানার বৈচিত্র্যের যে রস তাহাও উপভোগ করি। সত্তার যে নিগূঢ় সমুচ্চ প্রতিষ্ঠানে প্রেমময়ের সহিত যুক্ত হইয়া এ জগতেরই বহুবিধ সম্বন্ধের মধ্যে প্রেমানন্দের আসনটি প্রসারিত করি। আর জগতকে জীবনকে যখন এইভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি, অন্তরাত্মায় যখন সেই উদার মুক্তি পাই যাহা জগৎ হইতে বিমুখ হওয়ার উপর নির্ভর করে না কিন্তু জগৎকে ধরিয়াই যাহা অব্যাহত রহিয়াছে তখন ত আমার দেহে মনে সেই ভাগবত-প্রেরণাস্রোতই বহিয়া চলে, জগতে আমার মধ্য দিয়া ভাগবত কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে থাকে।

ভাগবত জীবন যাহা তাহা সুধু মুক্তিতে নয়, তাহাতে আছে আবার শুদ্ধি, ভুক্তি, সিদ্ধি। অখণ্ড শুদ্ধি একদিকে ভাগবত সত্তাটিকে আমাদের সত্তার মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া দেয় আর-একদিকে সত্তার যে সত্য ধর্ম্ম সত্য কর্ম্ম—ঋত—তাহাকেও ফুটাইয়া তুলে আমার কর্ম্মজীবনের মধ্যে। যে জটিল যন্ত্র সমষ্টি লইয়া আমার আধার তাহা যতদিন শুদ্ধ না হইতেছে, যতদিন ভাগবত প্রেরণার প্রণালী না হইয়া উঠিতেছে ততদিন পূর্ণ মুক্তি নাই। আর এই শুদ্ধি যখন পাইয়াছি তখন পাইয়াছি পূর্ণ ভুক্তি—জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীতে যে আনন্দঘন তাহাও উপভোগ করি আর জগতে যত কিছু বস্তু সে সকলেরও রসভোগ করি সেই আনন্দস্বরূপের প্রতীকরূপে বিগ্রহরূপে। আধার শুদ্ধ হইলে, তাহার স্তরে স্তরে ভাগবত আনন্দ প্রতিষ্ঠা হইলে, মানুষ হইয়া উঠে মানবধর্ম্মাবলম্বী ভগবান্—তাহাই সিদ্ধি। মানবের প্রকৃতিতে ভগবান্ তখন আবির্ভূত হন, তাহার সত্তায়, তাহার প্রেমে, তাহার আনন্দে, তাহার জ্ঞানে, তাহার কর্ম্মে প্রকটিত হন সেই ঈশ্বর যিনি যুগপৎ এক ও বহু, যিনি জ্ঞান ও শক্তি, যিনি সৎ ও তপঃ—মানুষ মানুষ হিসাবেই তখন পূর্ণ, সার্থক—কোন অংশকে, কোন অঙ্গকে, কোন প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্জন করিয়া নয়, সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া, আপন অখণ্ড সমগ্রতায় মানুষ তখন মহীয়ান্।

সিদ্ধির অর্থ আবার মনের সিদ্ধি ও শরীরের সিদ্ধি। সুতরাং রাজযোগের ও হঠযোগের যাহা ফল তাহাও রহিয়াছে পূর্ণযোগে। শুধু তাহাই নয়, মনের শরীরের পূর্ণ সিদ্ধিই দেয় পূর্ণযোগ, নতুবা সে যোগের পূর্ণতা নাই। তবে মনের ও শরীরের মধ্যে বিকশিত হইবে তাহাদের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। মনের জন্যই মন নয়, শরীরের জন্যই শরীর নয়—আত্মার ভগবানের জন্যই মন, আত্মার ভগবানের জন্যই দেহ। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে আমরা যে দেখিতে পাই তিনটি স্তর তিনটি প্রতিষ্ঠান বিকশিত হইয়াছে বা হইতেছে—স্থূল জগৎ, মানসিক জগৎ আর আধ্যাত্মিক জগৎ—পূর্ণযোগই তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছে। স্থূলজগৎ হইতেছে প্রতিষ্ঠা, ভিত্তিভূমি, মানসিক জগৎ হইতেছে করণ, যন্ত্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণালী আর আধ্যাত্মিক জগৎ সেই উৎস, সেই আদর্শ, সেই লক্ষ্য, সেই সাধ্য—যাহাকে এই অন্তঃকরণের, এই মধ্যবর্ত্তী লোকের সহায়ে বাহিরে স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পূর্ণযোগ এই জগতে রহিয়া জগতেরই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অতিজগতের অধ্যাত্ম প্রতিভাটিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া ধরিতেছে।

আর এই যে অখণ্ডতা পূর্ণতা তাহা বিশ্বমানবকে লইয়া। ব্যক্তির মধ্যে যদি সুধু উহা আবদ্ধ থাকে তবে তাহা প্রকৃত পূর্ণতা হইবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ যখন পূর্ণ ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছি, যখন সে ভগবান্ আমার ভিতরে যেমন বাহিরেও তেমনি, আমার নিজের মধ্যে যেমন আর সকল মানুষের মধ্যেও ঠিক তেমনি তখন নিজের পূর্ণতা নিজের সিদ্ধি সম্ভব সকলের পূর্ণতা সকলের সিদ্ধির মধ্য দিয়াই, বিশ্বমানবের সহিত যে একাত্মতা অনুভব করিতেছি, তাহা ত অব্যর্থভাবেই আমাকে চালাইয়া লইবে আমি যে অমৃতত্ব পাইয়াছি সকলকেই তাহার অধিকারী করিয়া তুলিতে। আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধির লক্ষ্য বিশ্বমানবেরই সিদ্ধি।

ইহাই পূর্ণযোগ—মানুষের যে স্থূলজীবন, ব্যক্তিহিসাবে জাতি-হিসাবে বিশ্বমানবহিসাবে তাহার যে ঐহিক প্রয়াস সে সমস্তকেই দিব্যভাবে ভরিয়া দিতে হইবে, একটা বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ সকলকে অখণ্ড সামঞ্জস্যে বিধৃত পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এই মহান্ আয়াসই হইবে লক্ষ্য ও ফল সকল ব্যক্তিগত সকল সমষ্টিগত সাধনার।

আর ইহাই হইতেছে সেই অন্তরের স্বর্গরাজ্যের প্রতীকস্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরেরও স্বর্গরাজ্য, পৃথিবীতে সেই কৃতযুগ যাহা সকল দেশের সকল যুগের ঋষিগণ, কবিগণ, সাধকগণ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। আর আমরাও আজ এই নবীন যুগের সাধক আমরা যাহারা দেখিতেছি ভগবান্ আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন জগৎ, মানব, মানবজাতিরই মধ্যে, আমরা এই কল্পনাকেই কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছি—ইহাই যে মানুষের একমাত্র যোগ্য সাধনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণযোগ

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১

সাধনা অর্থ উপরে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা। সিদ্ধি অর্থ উপরে উঠিয়া এই উপর হইতে সব করিতে থাকা।

প্রথম কথা এই উপরে উঠা অর্থ কি?

শরীরের একটা ভারকেন্দ্র আছে। এই ভারকেন্দ্রের টানে ও ঝোঁকে—ইহারই সম্পর্কে—নিয়ন্ত্রিত হইতেছে দাঁড়াইবার চলিবার ফিরিবার সাধারণ ভঙ্গীটি। শিশু যখন হাঁটিতে শেখে—ওঠে, দোলে, এক পা চলে, বসিয়া পড়ে—তখন সে তাহার এই ভারকেন্দ্রকে ধরিয়া অঙ্গসমূহের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র। বিভিন্নস্তরের জীবাধারে শরীরের ভঙ্গিমা বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে এই ভারকেন্দ্রের স্থানপরিবর্ত্তনের সাথে সাথে। পশুর উচ্চাঙ্গ হইতে নিম্নাঙ্গ ভারী; তাহার ভারকেন্দ্র এই নিম্নাঙ্গের দিকে, তাই সমগ্র দেহটি তার নীচেয় বাঁকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ভর করিতে হইয়াছে চারিখানি পায়ের উপর। মানুষের কিন্তু নিম্নাঙ্গ হইতে উচ্চাঙ্গ ভারী, তাহার ভারকেন্দ্র তাই উচ্চাঙ্গের দিকে, তাই মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে তাহার এই উচ্চাঙ্গের ভারকেন্দ্রের সাথে তাল রাখিতে হইতেছে। উদ্ভিদের ভারকেন্দ্র প্রথম অবস্থায় পশুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারকেন্দ্রের চেয়েও নীচে—মূলের কাছে—বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ভারকেন্দ্র যত সরিয়া যাইতেছে, উদ্ভিদকে তত জোর করিয়া মাটি আঁকড়িয়া ধরিতে হইতেছে—উদ্ভিদ মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু সে দাঁড়াইয়াই আছে—উদ্ভিদ অচল।

শরীরের যেমন আছে ভারকেন্দ্র, সেইরকম অন্তঃকরণেরও আছে একটা ভারকেন্দ্র। স্বধু তাহাই নয়, আমরা বলিব এই অন্তঃকরণের ভারকেন্দ্রের প্রতিচ্ছবিই পড়িয়াছে শরীরের উপর, ঠিক করিয়া দিয়াছে শারীরকেন্দ্রের স্থান। শরীরের কেন্দ্র অন্তঃকরণের কেন্দ্রের এক হিসাবে প্রতীক (symbol) আর এক হিসাবে প্রতিষ্ঠা বা স্থাননির্দ্দেশ (localisation), উভয়ই। পশুর অন্তঃকরণের কেন্দ্র প্রাণে—নাভিস্থলে, মানুষের অন্তঃকরণের কেন্দ্র মনে—মস্তিষ্কে। বানরের অন্তঃকরণের কেন্দ্র প্রাণের ও মনের মাঝামাঝি—মস্তিষ্ক ও নাভি এই দুয়ের মধ্যে উঠানামা করিতেছে, তাই বানরে মানুষ এবং পশুর ধর্ম্ম ও প্রকৃতি দুইই দেখিতে পাই, মানুষের কিছু বুদ্ধিও তাহার আছে আবার পশুর ভোগ ও কর্ম্মসামর্থ্যও আছে, পশুর মত কখন হামাগুড়ি দিয়া চারি পায়ে চলে, কখন বা মানুষের মত মাথা তুলিয়া দুই পায়ে ভর করিয়া চলিতে পারে। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদের অন্তঃকরণের কেন্দ্র অন্তঃকরণের বাহিরে স্থূল দেহে। উদ্ভিদ তাই পাইয়াছে জড়ের ধর্ম্ম যে অচলতা, অন্তঃকরণ থাকিলেও উদ্ভিদ হইতেছে অন্তঃসংজ্ঞ—গুপ্তচেতন।

আধারের মোটামুটি তিনটি কেন্দ্র আমরা দেখিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনটি কেন্দ্র পর পর তিনটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃতির বিবর্ত্তনের উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত তিনটি স্তর গড়িয়া তুলিয়াছে। দেহ প্রাণ মন—উদ্ভিদ পশু মানুষ।

আমাদের কথা উদ্ভিদ বা পশু লইয়া নয়, মানুষকে লইয়া—আমরা তাই মানুষেরই কথা বলিব। মানুষের সমস্ত আধারের ভারকেন্দ্র মনে বা যেখানেই হউক না কেন, তাহার মধ্যে তিনটি কেন্দ্রই আছে, স্ফুট জাগ্রতভাবে। যে কেন্দ্র তাহার সুধু দেহকে লইয়া নাড়াচাড়া করে, দেহের ধর্ম্মে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেইটির ক্ষেত্র বা শারীর সংস্থান হইতেছে অধঃদেশে হইতে নাভি, প্রাণ-কেন্দ্রের ক্ষেত্র হইতেছে নাভি হইতে হৃৎপিণ্ড আর মন-কেন্দ্রের ক্ষেত্র হইতেছে হৃৎপিণ্ড হইতে মূর্দ্ধা।

এ কথা কয়টির অর্থ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেহ প্রাণ ও মনের বিশদ অর্থ একটু বুঝিতে হইবে। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার যে বাস্তবে দেহ প্রাণ মন বলিয়া এক একটি হইতে এক একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ কৃত জিনিষ নাই, আছে সুধু ঐ তিনটি লইয়া গড়া জিনিষের মধ্যে একটির অপেক্ষা আর একটির প্রাধান্য। দেহ বলি তাহাকে যাহার মধ্যে প্রাণের ও মনের ক্রিয়া সুপ্ত অর্দ্ধসুপ্ত বা গৌণ—প্রাণ বলি তাহাকে দেহ যাহার অধিগত, মন যেখানে অর্দ্ধস্ফুট বা অস্ফুট—আর মন বলি তাহাকে যাহার অধিকার দেহের ও প্রাণের উপর। কিন্তু সে কথা যাক, তবে দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে ভোগের আয়তন, প্রাণ হইতেছে শক্তির আয়তন, আর মন হইতেছে চিন্তার আয়তন। দেহের মধ্যে মানুষের আহার মৈথুন, প্রাণের জন্য মানুষের কর্ম্মের চেষ্টা আর মনের জন্য মানুষের জ্ঞানের প্রয়াস। মানুষ প্রথমে চায় শরীরটাকে বজায় রাখিতে, গ্রহণে বর্জ্জনে শরীরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাকে সরস রাখিতে, তার পর সে চায় খেলাধুলা, চলাফেরা, কাজকর্ম্ম, আবেগ উত্তেজনায় আপনাকে সতেজ করিতে, পরিশেষে তার আছে একটা কৌতুহল, সে চায় দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে—আপনাকে সজাগ করিতে। মানুষের ভোগৈষণা, কর্ম্মৈষণা আর জ্ঞানৈষণা—এই তিনটি বৃত্তির ক্ষেত্র যথাক্রমে দেহ প্রাণ মন; এই তিনটি বৃত্তি ও এই তিনটি বৃত্তির তিনটি লীলাক্ষেত্র মানুষের আছে।

কিন্তু মানুষ মানুষ, তাহার মনের, তাহার জ্ঞানৈষণার জন্য। সজাগ হইবার আপনাকে জানিবার প্রয়াস হইতেই মানুষের উদ্ভব। আপনাকে জানা অর্থাৎ ক্ষেত্রসমূহের পরিচয় পাওয়া—গীতার কথায়, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হওয়াই মানুষের সাধনার আরম্ভ। মানুষে ও ইতর সৃষ্টিতে পার্থক্যই এই আত্মবোধে—মানুষের আছে নিজের সম্বন্ধে চেতনা (self-consciousness), পশুর আছে সুধু চেতনা, আর উদ্ভিদের এই চেতনাটুকুও গুপ্ত সুপ্ত। মনবুদ্ধির বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে এই আত্মচেতনা।

মানুষ যতখানি আত্ম-চেতন—ক্ষেত্রজ্ঞ—হইতে পারিয়াছে ততখানি সে উন্নত হইয়াছে, তাহার সাধনায় ততখানি সিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। এখন, এই আত্ম-চেতনা মানে কি? আত্ম-চেতনার অর্থই হইতেছে ভিতরে একটা ছাড়াছাড়ি ভাব (aloofness) একটা বিভাজন (dissociation) জ্ঞাতা—জ্ঞেয়ের সম্বন্ধস্থাপন। 'আমি জানিব' এই প্রয়াসের মধ্যেই আছে জানার বস্তু হইতে আমাকে পৃথক করিয়া লওয়ার প্রয়াস। সুতরাং আগে চাই 'আমি'র জ্ঞান, জ্ঞাতার উপলব্ধি। তাই সকল মনীষী সকল সিদ্ধপুরুষ সাধকদিগের প্রথম উপদেশ দিয়াছেন নিজকে জান —know thyself—আত্মাবৈকংজানথ।

এখন নিজের আত্মার সন্ধান কি রকমে কোথায় পাই? সে কথা বুঝিব যদি বুঝিতে পারি সচরাচর সব সময় সে জিনিষটি পাই না কেন। 'আমি'-বোধটি মানুষের সহজ, স্বাভাবিক জিনিষ—সব ভাব, সব চিন্তা, সব কাজের সাথে সাথে অন্তরে একটা পৃথক সত্তার চেতনা যেখানে সে ভাব চিন্তা কর্ম্ম সব ঐক্যভূমি পাইয়াছে, যাহার সহিত উহারা গ্রথিত আছে সুতার সহিত মণিগণের মত। এই অন্তরের আমি বোধটি জাগ্রত চেতনায় সব সময়ে থাকে না, একটি মূল কারণে, চাঞ্চল্য—ভাবের চাঞ্চল্য, চিন্তার চাঞ্চল্য, কর্ম্মের চাঞ্চল্য। ভাবের চিন্তার কর্ম্মের বিক্ষোভে আলোড়নে ভাবের চিন্তার কর্ম্মের পিছনে যে আছে একটা স্থির আমি-সত্তা তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ভাবে চিন্তায় কর্ম্মে আমরা মত্ত হইয়া যাই, আপনাকে হারাইয়া ফেলি। চিন্তার চাঞ্চল্যের আবার একটা বিশেষ ধরণ আছে। সময়ে সময়ে চিন্তা এই 'আমি'কে ধরিতে বা বুঝিতে চায়। কিন্তু সে চায় বিশ্লেষণ করিয়া, চুলচেরা করিয়া খুঁজিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেঁয়াজের খোসা খুলিতে খুলিতে সে পেঁয়াজ আর খুঁজিয়া পায় না—বনে গিয়া সে গাছই স্থধু দেখে, বনটি দেখিতে পায় না। চোখের অতি কাছে সে জিনিষ ধরিয়া দেখিতে চায়, তাই জিনিষ তাহার কাছে আব্ছা হইয়া উঠে।

স্থতরাং সকলের আগে দরকার সমগ্র আধারের একটা অচঞ্চল স্থির সাম্য ভাব। নির্ম্মল প্রশান্তির মধ্যে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে 'আমি'র সত্তা, আত্ম-চেতনা। তাই পতঞ্জলি বলিতেছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ, তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্—চিত্তের বিক্ষোভ সব শান্ত করাই যোগ, তখন দ্রষ্টাভাবে সাধক আপনার নিগূঢ় স্বরূপ দেখিতে পায় ও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা অবশ্য বলি না আধারের সব খেলা একেবারেই বন্ধ করিয়া দাও; প্রথম অবস্থায় অথবা পরে সময়ে সময়ে ইহার দরকার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আসল কথা হইতেছে ভিতরে ভিতরে একটা সাম্যের শান্তির সমতার ভাব, বৃত্তি বা বিকারের গাঢ়ঘন সত্তাকে ছড়াইয়া যেন কিছু পাতলা করিয়া তোলা। চিন্তা ভাব কর্ম্ম চলুক যেন বাহিরে বাহিরে, কিন্তু তাহার অপর পৃষ্ঠে ভিতরের দিকে থাকুক একটা প্রসন্নতা, নিশ্চলতা, নিস্তব্ধতা; তবেই ভিতরের আমি-সত্তা ধীরে ধীরে থিতাইয়া পড়িবে, এই সকল হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

এই আমিরই অন্য নাম জীব বা পুরুষ। এই জীব বা পুরুষ যখন দেখা দেয়, আমার মধ্যে আমি-চেতনাটি যখন জাগিয়া উঠে, তখন বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে বা ধ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

দিলে একটা গুপ্ত ব্যাপার সহজেই ধরা দেয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে এই জীব বা পুরুষ বা 'আমি' পূর্ব্বে যে কেন্দ্রের কথা বলিয়াছি তাহার একটা ধরিয়া থাকে অর্থাৎ জীবকে পুরুষকে বা 'আমি'কে আমি অনুভব করি এইরকম একটা কেন্দ্রে। যে ধরণের বৃত্তি যখন খেলিয়া উঠে, পুরুষটিও সেই অনুযায়ী কেন্দ্র আশ্রয় গ্রহণ করে। শারীর-ভোগের প্রেরণা যখন জাগিয়া উঠে, তখন অনুভব করি আমি যেন আধারের প্রথম বা নিম্নতম ক্ষত্রে বিচরণ করিতেছি—পুরুষ বা জীবটি নাভিকেন্দ্রের নীচে। যখন আবেগের উত্তেজনার উদ্দীপনার সময় অনুভব করি, আমি যেন হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে—পুরুষ উঠিয়া গিয়াছে দ্বিতীয় কেন্দ্রে। তারপর যখন ভাবি, চিন্তা করি, বিচার বিতর্ক ধ্যান ধারণা সমস্তই চলিতেছে মস্তিষ্কে। পুরুষ উঠিয়া গিয়াছে তৃতীয় ক্ষেত্রে, তৃতীয় কেন্দ্রে। ভোগের কর্ম্মের চিন্তার তালে তালে আধারের মধ্যে 'আমি' বা পুরুষ বা জীব এই রকম উঠানামা করিতেছে। অথবা অন্য দিক হইতে দেখিলে আমরা বলিতে পারি, এই জীব বা পুরুষ যখন যে কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করিতেছে, মানুষও সেইরকম ভাবে ভঙ্গিমায় অনুপ্রাণিত হইতেছে।

আমরা বলিয়াছি মানুষ মানুষ, কারণ তাহার কেন্দ্র মস্তিষ্কে—ভিতরের পুরুষ তাহার আর দুইটি কেন্দ্রে দেখা দিলেও, সব সময়ে সামান্য অছিলায় সে পুরুষ উঠিয়া যাইতেছে ঐ তৃতীয় কেন্দ্রে। মানুষের আপনাকে আপনি দেখিবার বৃত্তি তাহার ঐ তৃতীয় কেন্দ্রেরই সহজ ধর্ম্ম। সুধু দেহে সুধু প্রাণে সে আর থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না, ক্রমপরিণতি বা বিবর্ত্তনের ফলে এই দুইটি সে পার হইয়া আসিয়াছে, সে উঠিয়াছে মনের বুদ্ধির মধ্যে, তাহার পুরুষের স্বাভাবিক আবাস নাভির নীচের ক্ষেত্রে নয়, হৃৎপিণ্ডের নীচের ক্ষেত্রেও নয়—তাহা হইতেছে হৃৎপিণ্ডের উপরে মস্তিষ্কের দিকে। এই উপরে উঠাতেই মানুষের উন্নতি।

মানুষের স্থিতি মনবুদ্ধিতে—মস্তিষ্কে। দৈহিক প্রয়োজন, প্রাণের আবেগ বা প্রেরণা যে বিধান যে গড়ন দেয় মানুষ তাহাতে কখন সন্তুষ্ট নয়। ইতর জীব তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মানুষ তা নয়। মানুষের নীতি—ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, তাহার শিল্পকলা নীতি—সমস্তই এই একটা নূতন বিধানের প্রয়াস। পুরুষ তাহার মূর্দ্ধাদেশের দিকে উন্মুখী, তাই তাহার মধ্যে একটা সচেতন চেষ্টা চলিয়াছে এই তৃতীয় লোকস্থ পুরুষেরই অনুপ্রেরণায় ভঙ্গিমায় তাহার আধারকে তাহার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গড়িয়া তুলিতে।

কিন্তু কোন একটি স্তরে পাকা হইতে গেলে, চাই তার উপরের স্তরে উঠিয়া যাওয়া—নিম্নস্তরটি অধিগত করিতে হইলে দরকার উচ্চতরে প্রতিষ্ঠা। সুতরাং মনে বুদ্ধিতেই মানুষ যদি একটা সত্য প্রতিষ্ঠা পাইতে চায়, তবে তাহাকে মনের বুদ্ধির উপরে একটা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মস্তিষ্ককে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে যদি চায়, তবে আপনার কেন্দ্রকে ধরিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে মস্তিষ্কের উপরে একটা স্থানে। মন বুদ্ধির উপরে যে একটা বৃত্তি আছে—এ সত্যটি আজকাল অনেকেই মানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সুধু মানিয়া লইলে চলিবে না, মন বুদ্ধির মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS .

ঐ বৃত্তিটির অস্পষ্ট খেলা লইয়া থাকিলে কিছু হইবে না। চাই সেজন্য একটা সাধনা, একটা সজ্ঞান প্রয়াস। এই প্রয়াসের স্থূলমূর্ত্তি হইতেছে আপনাকে, নিজের জীব-সত্তাকে মাথার উপরে একটা কেন্দ্রে তুলিয়া ধরা—অনুভব করিতে থাকা আমি যেন আর দেহে, প্রাণে বা মনেও নাই—আধারের অধোভাগে, মধ্যভাগে এমন কি উত্তমভাগেও নাই—আমি আছি আধারের বাহিরে, ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে—তুরীয় লোকে। এইটিকে যখন আমার সত্তার—আমার জীবের স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারিব, এইখানেই যখন সকল কর্ম্মে ভোগে চিন্তার মধ্যেও স্থির প্রতিষ্ঠিত আছি স্পষ্ট অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারিব, তখনই দেখিব কি একটা গ্রন্থী টুটিয়া গিয়াছে, একটা নূতন জীবন নূতন জগৎ আমার ভিতরে ও বাহিরে সৃষ্টি হইতেছে।

আমাদের যোগশাস্ত্রে যে ষট্‌চক্রের কথা আছে এবং ষট্‌চক্র ভেদ করার নামই যে যোগসাধনা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারি। চক্র হইতেছে আমরা যাহাকে কেন্দ্র নাম দিয়াছি—এক চক্র হইতে আর এক চক্রে উঠিয়া যাওয়া, পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে সহস্রার চক্রে মিলাইয়া যাওয়ার নামই সিদ্ধি তাঁহারা বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

মানুষ সাধারণ অবস্থায় অনুভব করে সে যেন আছে শরীরের স্থূল আধারের ভিতরে; এই অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া তাহাকে অনুভব করিতে হইবে সে যেন আছে শরীরের বাহিরে, মাথার উপরে। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরেই আছে একটা স্তর বা কেন্দ্র যাহাই হইতেছে অতীন্দ্রিয়, অতি-মন Supermind বা বিজ্ঞানময় লোক। এই স্তরে আমার মূল চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এই কেন্দ্রে আমার আমি-বোধকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। সব সময়ে সকল ভাবে চিন্তায় কর্ম্মে নিবিড় জাগ্রত অনুভব থাকিবে আমি যেন শরীরের মধ্যে নাই, আমি দাঁড়াইয়া আছি শরীরের বাহিরে মাথার উপরে ঐ বিজ্ঞানময় লোকে।

আমি যখন আমার আধারের মধ্যে তখন সেই চেতনা অনুসারে আমার আধার, আমার বৃত্তি, আমার প্রকৃতি, আমার স্বভাব সুধু তাই নয়, বাহিরের প্রতিষ্ঠানসমূহও গড়িয়া উঠে—ইহারা পায় একটা বিশেষ ভঙ্গিমা, যেটা হইতেছে বর্ত্তমানের, সর্ব্ব সাধারণের ভঙ্গিমা, যেটাকে বলা যাইতে পারে স্বাভাবিক অবস্থা natural state. যোগীর লক্ষ্য হইতেছে, এই স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তে তুরীয় অবস্থার প্রবর্ত্তন অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

বিজ্ঞান

শরীরের বাহিরে বিজ্ঞানলোকে দাঁড়াইলে চেতনার যে ভঙ্গিমা হয় তাহার দ্বারা আধারকে, জীবনকে, জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া সাজাইয়া ধরা।

এই তুরীয় বা বিজ্ঞানলোকই আরোহণ ক্রমের শেষ নয়, উহারও উপরে হইতেছে অনন্ত—সৎ চিৎ আনন্দ। জীবের পরমা দৃষ্টি ও গতি হইতেছে বিজ্ঞানময়কেও ছাড়াইয়া আনন্দময় চিন্ময় ও সন্ময়ে উঠিয়া দাঁড়ান। বস্তুতঃ স্থূল আধারকে পরিধি বা সীমা করিয়া জীবকে উহার মধ্যে যে আমরা স্থাপন করি, সেটি অজ্ঞানতা—পুরাতনের সংস্কারের অভ্যাসের ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার আধার স্থধু শরীর নয় তাহা শরীরকে ছাড়াইয়াও আছে, তাহা অনন্ত প্রসারিত ; শরীর আমার আধারের একটা অঙ্গ, স্থূলতম নিম্নতম স্তর মাত্র। আধারের ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর স্তরে, কেন্দ্রে আমার 'আমিত্ব'কে মূল চেতনাকে তুলিয়া ধরাই উন্নতি, যোগসাধনা।

কিন্তু মস্তিষ্কের, স্থূল আধারের সীমাটি জীবের ক্রমোন্নতির একটা সঙ্কটস্থল—এটিকে পার হইয়া গেলে জীব যাইয়া পড়ে সম্পূর্ণ একটা নূতন ধরণের রাজ্যে। তখন বোধ হয় যেন সৃষ্টির সব উল্টা হইয়া গিয়াছে—বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিতেছি মানুষ পায়ে ভর করিয়া উপরের দিকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বৃত্তি তাহার গতি সব ঊর্দ্ধমুখ, তাহার চেতনা তাহার ঈষণা আছে, উপরের দিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া উঠিয়াছে ; তখন কিন্তু দেখি ঊর্দ্ধোমূলোঽবাক্‌শাখঃ—মাথার উপরে বিজ্ঞানলোকে যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াইয়াছি তখন দেখি এই বিজ্ঞানময় লোকই মূল, তাহা শাখা প্রশাখা মেলিয়া দিয়াছে নীচের দিকে, যাহার ফল এই স্থূল আধার। স্থূল আধারের স্থূল মাটির স্থূল সব খেলা—চিন্তা ভাব কর্ম্ম—সবই যেন উপরের কেন্দ্র হইতে উৎসারিত হইতেছে, তাহারই ছায়া প্রতিরূপ প্রতিধ্বনি নিম্নের এই সব। সাধারণ জাগ্রত জীবনে স্ফুট আধারটুকুকে স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ বোধ হয়, তখন কিন্তু দেখি ইহা সুধু যন্ত্র, পুতুলমাত্র, এই যন্ত্রকে পুতুলকে চালাইবার চাবি আছে ঐ তুরীয়ে। সুধু তাহাই নয়, তখন দেখি এই আধারকে আধারের গঠনকে, সংস্কারসমূহকে কঠিন নিরেট সনাতন বলিয়া যে বোধ হইত তাহা কত ভুল—আধারটি বস্তুতঃ ছায়াময় বাষ্পময়, কত নমনীয়, যথা ইচ্ছা গড়িয়া তোলা যায়।

এখানে উঠিলে মনে হয় কি একটা গ্রন্থী টুটিয়া গেল, সত্তা যেন পাইল একটা অসীম প্রসারতা, আমি যেন আছি বিশ্বকে ধরিয়া ছাইয়া; তখন আর ভয় নাই, সংশয় নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংঘর্ষ নাই। তখন পাইয়াছি নিজের প্রকৃত সত্তা, অটুট জ্ঞান, অব্যর্থ শক্তি, অনাবিল আনন্দ; বিশ্ববস্তুর সহিত আমার সুধু যোগাযোগ নাই, আমি যেন সকলের সহিত প্রত্যেকের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছি। এখানেই মুক্তি, জীবন মুক্তি।

আমরা বলিয়াছি বিজ্ঞানের উপরে হইতেছে সচ্চিদানন্দ। মাথার উপর হইতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের আরম্ভ, ক্রমে তাহা উদারতর বৃহত্তর হইয়া শেষে অসীম আকাশমণ্ডপের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দে, অনন্তে উঠিয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই অনন্তে নানা নাই, এখানে বিশেষ যাহা তাহা সব লুপ্ত হইয়াছে এটি অনির্ব্বচনীয় একম্ অদ্বৈতম্। এখানে উঠিয়া গেলে জীব সুধু শরীরাতিরিক্ত নয়, সে হয় শরীরনির্ম্মুক্ত, পায় কৈবল্যমোক্ষ। সেই এক অদ্বৈত অনন্তেরই একটা স্তর বা ভঙ্গী হইতেছে নির্ব্বাণ বা লয়।

এই অসীম অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দই সৃষ্টির মানুষের মূল উৎস—সকলের উপরে সকলের পিছনে রহিয়া সমস্তকে ধরিয়া আছে। কিন্তু এই অনন্ত হইতেছে চরম সাম্য, নির্ব্বিকার, অরূপ। রূপের বিকাশ, সৃষ্টির নানাত্বের আরম্ভ হইল এই অনন্ত যখন নামিল বা আসিয়া দেখা দিল বিজ্ঞানময়লোকে, প্রকাশ বা সৃষ্টি যেন অনন্তের অবতরণ। আকাশ হইতে অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষ হইতে মূর্দ্ধা, মূর্দ্ধা হইতে হৃদয়, হৃদয় হইতে নাভি, নাভি হইতে উপস্থ—এই রকম কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রকটিত হইয়া চলিয়াছে সচ্চিদানন্দ, বিজ্ঞান, মনবুদ্ধি, চিত্ত, প্রাণ, দেহ। সৃষ্টি সৃষ্ট হইয়াছে এই রকম অবরোহণ পদ্ধতিতে, সৃষ্টি আবার চলিয়াছে ঐ একই পথে আরোহণ পদ্ধতিতে, সৃষ্টির বিবর্ত্তন, মানুষের উন্নতি হইতেছে সৃষ্টির নিগূঢ় ক্রমকে আবার বাহিরের দিক হইতে উল্টামুখে বাহিয়া চলা।

কিন্তু আরোহণের আছে দুইটি বাধা—অর্থাৎ মানুষের পক্ষে। আমরা বলিয়াছি মানুষের কেন্দ্র, তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র হইতেছে মনবুদ্ধি, মূর্দ্ধা—তাহার উন্নতি বা আরোহণ অর্থ মনবুদ্ধিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিক্রম করা, মূর্দ্ধার উপরে মূল চেতনাকে, নিজের অস্তিত্ব আমিত্ব কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। এখন, প্রথমতঃ, মানুষ যখন শরীরাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম চেতনা বা অনুভব পায় তখন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটা জিনিষ তার বৃহতের মহতের আলোয় আনন্দে শক্তিতে মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে; মানুষ বোধ করে এইবার পূর্ণ সত্যকে একেবারে গোড়ার কেন্দ্রকেই সে পাইয়াছে, এতদিন শরীরের মধ্যে তাহার যে সব অনুভব উপলব্ধি ছিল তাহা ছায়া মাত্র মায়া, কৃত্রিম, ভুল। শরীরের উপরে উঠিয়া সে শরীরকে অস্বীকার করিয়া ফেলে—শরীরের মধ্যে অবস্থান কালে যে একটা ধর্ম্ম বাঁধন শৃঙ্খলা পাইয়াছিল, শরীরের বাহিরে উঠিয়া গিয়া সে সকলের সহিত প্রথমে দেখিল কেবলি একটা বিসাদৃশ্য, একটা অসামঞ্জস্য। মানুষের তখন লোভ হয় আকাশের অনন্তের অরূপের অক্ষরব্রহ্মের মধ্যে ছুটিয়া পড়িতে। শরীরের মধ্যে জীব যতদিন আছে ততদিন তাহার যেমন একটা স্বাভাবিক গতিই যেন থাকিয়া যায় চলিতে নীচের দিকে, সেই রকম শরীরের বাহিরে একবার গেলে জীবের যেন আবার একটা গতি হয় উল্টা দিকে একেবারে চরম উপরের দিকেই উঠিয়া যাইতে।

কিন্তু উপরটা সত্য নীচেরটিকে বাদ দিয়া নয়, অনন্ত আকাশ পৃথিবী হইতে মুখ ফিরাইয়া (convex) দূরে সরিয়া যায় নাই, পৃথিবীকে ঘিরিয়া পৃথিবীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে (concave). এই অনন্তের কেন্দ্র (focus) হইতেছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতেই মূল-সৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনন্ত যখন নামিয়া বিজ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে, পৃথিবীও তখন উঠিয়া সেই বিজ্ঞানেরই মধ্যে অনন্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে যে লীলা তাহা একেবারেই অসত্য বা ভুল নয়। শরীরের চালক হইতেছে বিজ্ঞান, শরীরের ধর্ম্মের কর্ম্মের মূল ধরণগুলি (types) সব ঐ বিজ্ঞানে ; তবে জীব যতক্ষণ শরীরের মধ্যে ততক্ষণ তার দৃষ্টি ঠিক মূল যায়গা হইতে আসিতেছে না বলিয়া শরীরে শরীরের ধর্ম্মে কর্ম্মে বিকৃতি দেখা দিয়াছে মাত্র। কিন্তু শরীরের উপরে উঠিলে দেখিব দৃষ্টি আমার সহজ ও ঋজু হইয়া উঠিয়াছে, শরীরের অভ্যন্তরের ধর্ম্ম-কর্ম্মও সহজ ও ঋজু হইয়া আসিতেছে।

বিজ্ঞানময়ের সত্য সহজ ঋজু, মন-প্রাণ-অন্নময়ের সত্য ঐ বিজ্ঞানময়ের সত্যেরই বিকৃত কুটিল প্রতিরূপ। বিজ্ঞান অনন্তের—সচ্চিদানন্দের—সাক্ষাৎ প্রকাশ, তাই অনন্ত সচ্চিদানন্দ যেমন সত্য বিজ্ঞানও তেমনি সত্য। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় জীব বিজ্ঞান পার হইয়া যেই শরীরে প্রবেশ করিয়াছে অমনি জীবের সম্মুখে পড়িয়াছে একটা যবনিকা, তাই তখন আরম্ভ হইল গৌণপ্রকাশের খেলা—অজ্ঞানের অর্দ্ধজ্ঞানের খেলা। জীবের কাজ আপনাকে ঐ বিজ্ঞানময়ে তুলিয়া জাগ্রত রাখিয়া শারীরধর্ম্ম মনবুদ্ধি চিত্তপ্রাণ ও দেহকে রূপান্তরিত করিয়া তোলা। অনন্তের সচ্চিদানন্দের কৈবল্যমুক্তির মধ্যে এ সকলের নির্ব্বাণ নয়, নির্ব্বাণে ইহাদের সার্থকতা নাই ; কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে যে সচ্চিদানন্দ যে অনন্ত জাগ্রত সজ্ঞান স-রূপ হইয়া উঠিয়াছে সেই সত্য জ্ঞানে রূপে জীবনে এই নীচের সব আধারকে, শারীর-প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

উপরে উঠার প্রথম বাধা অথবা বিপত্তি এই যে, উঠা আরম্ভ করিলে আমরা একেবারেই উঠিয়া যাইতে চাই। অনন্তের স্বাদ প্রথম প্রথম সান্তের বিস্বাদটাই জাগাইয়া রাখে। আধারের উপরে উঠিয়া গিয়া আধারকে অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, আমরা তাহাকে একদম অস্বীকার করিয়া বসি। অনন্তকে পিছনে জাগ্রত রাখিয়া, সান্ত আধারকে সম্মুখে স্বচ্ছ যন্ত্রবৎ করিয়া তুলিয়া বিজ্ঞানময়স্থ জীব কিন্তু পায় পূর্ণতর সামঞ্জস্য, হয় true to the kindred points of heaven and home. এই সিদ্ধিরই অন্য নাম পূর্ণযোগ।

দ্বিতীয় অন্তরায়—জীব উপরে না উঠিয়া শরীরাতিরিক্ত না হইয়া চায় আধারের শরীরের আয়তনের মধ্যে থাকিয়াই উপরের সত্তাকে টানিয়া নামাইতে। এ সান্তের মধ্যে থাকিয়া অনন্তকে ধরিতে পাইতে সান্তকে আধারকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হয়; বহুযুগের সংস্কারে পড়ে একটা বিষম টান তাহা যেন ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তাই কিছু মোলায়েম করিয়া অনন্তকে এই পাইবার চেষ্টা। কিন্তু ইহাতে আধারের সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব হয় না। আধারের যে সব প্রাচীন ছাঁচ সান্তের যে সব পরিচিত রূপ তাহারই মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের বৃহত্তর সত্তাটি আসিয়া ঢালাই হয়, বাঁধা পড়ে। যদি কোন স্তরকে বদলাইতে চাই, তবে দরকার তাহার উপরে একটা স্তরে উঠিয়া যাওয়া, কোন স্তরের অন্তর্গত হইয়া হাজার জোর করিলেও সে স্তরকে সম্পূর্ণ নাড়াচাড়া দেওয়া যায় না। সেই জন্যই পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিবার জন্য আর্কিমিদিস চাহিয়াছিলেন পৃথিবীর বাহিরে একটুকু জায়গা।

প্রাচীন যোগপন্থা সব এই রকমেই অনন্তকে ধরিতে চাহিয়াছিল। জ্ঞানীরা চেষ্টা করিয়াছিলেন মস্তিষ্কের মধ্যে অনন্তকে ধরিতে, ভক্তেরা চাহিয়াছিলেন হৃদয়ের মধ্যে, কর্ম্মযোগীরা চাহিয়াছিলেন প্রাণের কর্ম্মৈষণা, আর তান্ত্রিকেরা প্রাণের ভোগৈষণার মধ্যে। আধারের ভিতরে এই রকম এক একটা কেন্দ্রের মধ্যে অনন্তকে যে ডাকিয়া আনা যায় না তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে আধারের পূর্ণ রূপান্তর হয় না, তাহাতে অনন্তের উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু হয় না অনন্তের সিদ্ধি বা জাগ্রত প্রতিষ্ঠা। ইহা অনেকটা ইংরাজরা যাহাকে বলে পুরাতন বোতলের মধ্যে নূতন মদ ভরা। ফলতঃ দেখি প্রচলিত যোগপথের সাধকেরা আধারের স্বভাবকে স্বধর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহে নাই, তাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। মানুষশরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ একান্ত মানুষভাবকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে ও তাহার মধ্যে যতটুকু সম্ভব অনন্তকে অনুভব করিয়া প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; তাই তাহাদের সর্ব্বদাই লক্ষ্য ছিল পুরাতন বোতলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তবে নূতন অনন্তরসে ডুবিয়া যাইতে। আর যাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তকে এই মানুষভাবের প্রতীকের মধ্যে আধারের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ধরিতে পারে নাই তাহারা অনন্তকে ক্ষুদ্র করিয়া লইয়া ব্যক্তিগত অহঙ্কারের সেবায় লাগাইয়াছে। আধারের উপরে উঠিতে পারে নাই, আধারের মধ্যে থাকিয়া তবে আধারাতীতকে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছে, তাই সেই অনন্ত আধারের যে কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহাকে সতেজ ও শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সঙ্কীর্ণই রহিয়া গিয়াছে, তাহা হইয়া পড়িয়াছে আসুরিক।

জীব মস্তিষ্কের কেন্দ্রে অবস্থিত থাকিয়া তাহার মধ্যে তুরীয়কে টানিয়া আনিতে যদি চেষ্টা করে, তবে বুদ্ধির আলোক তীব্র তীক্ষ্ণ হয় বটে, তাহার মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি অপেক্ষা একটু প্রসারতাও বেশী আসিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বুদ্ধিই থাকে, অনন্ত বুদ্ধিরই ছাঁচে গড়িয়া উঠে; বুদ্ধির যে সমস্ত সংস্কার কুসংস্কার আছে তাহার অনুমোদন ছাড়া অনন্তের আর কোন রূপ বা ধর্ম্ম আমরা দেখিতে পাই না। শঙ্কর যে অনন্তকে সান্তের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন অরূপকে রূপের ছায়া মাড়াইতে দিতে চাহেন নাই, তাহার কারণ তাঁহার উপলব্ধির গোড়ায় ছিল বুদ্ধির উপর অটুট প্রতিষ্ঠা। তর্ক-বুদ্ধি এক ও বহুর মধ্যে কোন মিলন দেখিতে পায় না। ক ক'ই, খ হইতে পারে না; খ খ'ই ক হইতে পারে না—এটা তর্কবুদ্ধির ছাঁচ। ক খ'ও হইতে পারে আবার খ ক'ও হইতে পারে, এ ছাঁচ তর্কবুদ্ধির নয়। সুতরাং অনন্তের উপলব্ধি পাইলেও শঙ্কর পাইয়াছেন বুদ্ধির ছাঁচে গড়া অনন্ত—একরোখা, সঙ্কীর্ণ অনন্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তারপর ভক্তদিগের সম্বন্ধেও ঐ কথা। ভক্ত অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন হৃদয়ে থাকিয়া, হৃদয়ের মধ্যে। অনন্তের উপলব্ধি তাই হৃদয়ের সংস্কারে কুসংস্কারে গড়িয়া উঠিয়াছে। চিনি খাওয়াই ভাল, চিনি হওয়া কিছু নয়—এই যে ভগবানের ও জীবের দ্বৈতভাব, ইহা হৃদয়েরই রঙের ফল। কারণ ভালবাসা চায় যে দুই—এক যদি স্থধু থাকে তবে ভালবাসার শেষ, তাই ত ভক্তের ভয়। আর এই হৃদয়ের অতি-অনুরঞ্জনেই ভগবানের উপর হুবহু মানুষীভাব সব আরোপ করিয়াছি। মান, অভিমান, কলহ, কোন্দল ঠিক ঠিক বজায় রাখিয়াছি—স্থধু মানুষের জায়গায় ভগবান বলিয়া একটি পাত্র আনিয়া বসাইয়াছি। জীব হৃদয়কেন্দ্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেইখানে থাকিয়া সেখানেই ভগবানকে—অনন্তকে—নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছে, তাই ভগবানও, অনন্তও, হৃদয়ের ভাবে সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ গোপন রাখিয়াছেন, হৃদয়ের আর এক রকম খেলা—দৈবীখেলা, যে হইতে পারে তাহা জীবকে বুঝিতে দেন নাই।

কর্ম্মীকেও তাই দেখি স্থধু প্রাক্তন কর্ম্মের স্রোতে চলিতে। তান্ত্রিকভোগীকে দেখি ক্ষুদ্র সাধারণ ভোগ লইয়া থাকিতে। যে কর্ম্ম হইতেছে নূতন কর্ম্ম, চিত্তের সংস্কারে যাহার প্রতিষ্ঠা নয়, কিন্তু যাহার প্রতিষ্ঠা অনন্তের প্রেরণায়, ভাগবত ইষণায়, তাহা এইরূপ কর্ম্মীর মধ্যে স্থষ্টি হয় না। যে ভোগ আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ছাঁচে ঢালাই হইতেছে না, যে ভোগ স্থধু অনন্তের দূর অবলম্বন বা প্রতীক নয় কিন্তু যাহাতে ঘনীভূত হইয়াছে বিশ্ব আনন্দ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহার সার্থকতা বিশ্ববাসীকে আনন্দ দিয়া, যাহা অনন্তের ভগবানের জাগ্রত আপূর্ণধারা, তাহা স্থধু প্রাণের উপর দাঁড়াইয়া তান্ত্রিকযোগী পাইবেন না। তাই ত গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।

"জ্ঞানের দেবতা যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারা আমারই এক বিভূতিকে পাইয়া থাকেন, সেইরকম হৃদয়ের দেবতা, প্রাণের দেবতাকে যাঁহারা যাঁহারা তর্পণ করেন তাঁহারা আমারই এক এক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন; কিন্তু আমাকে, পূর্ণ আমাকে—পায় তাহারা যাহারা আমাকেই চায়।"

জীব আধারের ভিতরে যতক্ষণ ততক্ষণ তাহার সম্মুখে ভগবান এক এক রূপ ধরিয়া আসেন। কারণ আধারের ভিতরে যতক্ষণ ততক্ষণ জীবের রহিয়াছে অহঙ্কার। অহং-বোধকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত এই জীবাধারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ও সেখানে অবিদ্যার মায়ার সৃষ্টি রচিয়া তুলিয়াছে। জীব যতক্ষণ আধারে ততক্ষণ এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গী। এই অহঙ্কারের ঘোরকে খুব তরল করিয়া আনিতে পারা যায়, তবুও থাকিয়া যায় একটা শেষ রেশ। আর কিছু না হউক, সাত্ত্বিক অহংকার আধারের ভিতরে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্য্যন্ত জীবের সাথে থাকিবেই। তাই আধারের ভিতরে থাকিয়া জীব যে সিদ্ধি পায় তাহা জীবের সেই অহংবোধের মাপে ও ছাপে আসিয়া থাকে। পূর্ণসিদ্ধি, যাহার কোন মাপজোখ নাই, যাহা জীবের স্বভাবকে উল্টাইয়া দিয়া নূতন স্বভাবের জন্ম দিতে পারে অর্থাৎ অনন্ত-সিদ্ধি হয় আধারকে ছাড়িয়া দিয়া আধারের উপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিলে। ভগবান যে বলিয়াছেন 'মাম্', সেই পূর্ণ ভগবান স্বয়ং রহিয়াছেন বিজ্ঞানময় কেন্দ্রে।

অনন্তের চরম-শিখরে অক্ষর ব্রহ্মে উধাও হইয়া যাইবার দরকার নাই। আবার সান্তের এই আধারের কোটরে সেই অক্ষরকে বাঁধিবার চেষ্টা করিবারও দরকার নাই। জীবকে আধার হইতে বাহির হইয়া কেবল উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, অক্ষরকে ঠেস দিয়া এই ক্ষরকে মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হইবে।

জীব এই রকম শরীরাতিরিক্ত বিজ্ঞানময় কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইলে, অনন্ত তাহার আপনার একটা নূতন ধর্ম্মে আধারকে গড়িয়া তুলিতে থাকে। বুদ্ধির সহজ ছাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা স্বচ্ছ উদার হইয়া নূতন জ্ঞানজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। হৃদয় আর আপনার অনুরূপে ভগবানকে গড়িয়া লয় না, ভগবানই হৃদয়কে আপনার মত করিয়া একটা অপরূপ রসের রাজ্য করিয়া তুলে। প্রাণ তখন আপনার দাবী ছাড়িয়া দেয়, অনন্ত ছোট হইয়া মাথা নোয়াইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে না, অনন্তই প্রাণকে সুবৃহৎ করিয়া, আপনার ভোগৈষণা ও কর্ম্মৈষণার ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করিতে থাকে।

জীবের অহংবোধের, ত্রিগুণের কোন রঙে আর আধার রঞ্জিত থাকে না। ত্রিগুণাতীত হইয়া জীব আপনার পূর্ণ ঈশ্বরত্বে আধারকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

এই যে বিজ্ঞান-লোক বা তুরীয় অবস্থা, ইহার স্বরূপ কি, ইহার স্বধর্ম্মই বা কি ? ইহা শরীরাতিরিক্ত অর্থাৎ এখানে উঠিলে অনুভব হয় আমি—আমার আমি প্রতিষ্ঠিত যেন আধারের বাহিরে উপরে। তাই বলিয়া উহা যে আবার শরীর আধার হইতে একেবারে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন এমনও নয় ; শরীরকে আধারকে ছাড়াইয়া গিয়াছি অর্থ শরীরের আধারের আমি হইয়াছি প্রভু ঈশ্বর—শরীরের আধারের মধ্যে যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ আমি দাস আমি বদ্ধ, শরীরের আধারের গতানুগতিক সংস্কারই ততক্ষণ আমার প্রভু ও ঈশ্বর। এই লোক এই অবস্থা ত্রিগুণাতীত ; তাই বলিয়া উহা যে নির্গুণ এমন নয়—অর্থাৎ গুণ সেখানে আছে, কিন্তু কোন গুণের মধ্যে আমি আবদ্ধ নই, গুণগুলির যে সত্য নিগূঢ় সত্তা তাহাই সেখানে আছে, আর ইহাদিগকে সহায় করিয়া লইয়া ইচ্ছামত আমার শক্তি, ভাগবতশক্তি খেলা করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানেই জীবের ভাগবত সাযুজ্য অর্থাৎ মানুষের অন্তরাত্মা এখানে ভগবানে ঈশ্বরে—একটা অনন্ত অসীম সত্তায়, অনন্ত অসীম চেতনায়, অনন্ত অসীম শক্তিতে, অনন্ত অসীম আনন্দে—মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, মানুষ যে স্থধু ভিতরে ভাবে এই ভগবানের ঈশ্বরের স্পর্শ পাইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তাহা নয়, বাহিরেও কর্ম্মেও সে ভগবানই ঈশ্বরই হইয়া উঠিয়াছে।

বিজ্ঞানলোকের, তুরীয় অবস্থার মূল স্বরূপ হইতেছে অনন্ত সত্তা। এক অখণ্ড অসীম বস্তুই সেখানে আছে, মানুষ সব সময়ে উপলব্ধি করে সে এই বস্তুটিই, তাহার অস্তিত্ব ইহারই সহিত মিলিয়া মিশিয়া আছে। যাহা কিছু আছে, সবই সে দেখিতেছে জানিতেছে অনুভব করিতেছে অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছে, সেই একেরই সত্তা রূপে। অনন্ত সত্তার সাথে পাই সেখানে অনন্ত চেতনা, যাহারই চেতনা আছে, যে'ই কার্য্য করিতেছে, চলিতেছে ফিরিতেছে তাহাকেই দেখি জানি অনুভব করি অঙ্গীভূত করিয়া লই, সেই এক অখণ্ড অনন্ত সত্তারই আত্মোপলব্ধি রূপে, শক্তি বা বীর্য্য রূপে। আবার ইহা অনন্ত আনন্দ, যাহা কিছু সেখানে অনুভব করিতেছে বা অনুভূত হইতেছে, সবই দেখা হইতেছে জানা হইতেছে অনুভূত হইতেছে অঙ্গীভূত করা হইতেছে সেই এক আনন্দেরই নানা বিগ্রহ-রূপে। এই অনন্ত সত্তা অনন্ত চেতনা ও অনন্ত আনন্দ ছাড়া আর যাহা কিছু আছে সবই এই এক গোড়ার সত্যেরই প্রকাশ ও ক্রিয়া। এখানে চিন্তা আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিও আছে, কিন্তু তাহা সকলই, ঐ একটা তুরীয় সংবিৎ'এর মধ্যে সমুন্নীত রূপান্তরিত। চিন্তা এখানে সৎবস্তুর একটা জ্যোতির্ম্ময় আধার বা অঙ্গ, শক্তির একটা জ্যোতির্ম্ময় ধারা, আনন্দের একটা জ্যোতির্ম্ময় তরঙ্গ। চিন্তা এখানে মনের শূন্য আকাশে সুধু একটা ভাবরূপে ঝুলিয়া নাই, অনন্তসত্তার সাথে সাথে ইহাকে একটা নিবিড় বস্তুরূপেই অনুভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি, ইহা যেন সেই অনন্ত সত্তার পদার্থেরই একটা দীপ্ত আভা। ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণাকেও অনুভব করি সেই ঈশ্বরের সত্তা চেতনা ও আনন্দের একটা বাস্তব ক্রিয়া, একটা বাস্তব বস্তুরূপেই। ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং চিত্তাবেগও এখানে পায় একটা আধ্যাত্মিক রূপ অর্থাৎ হয় চিৎ ও আনন্দের বিশুদ্ধ গতিধারা। এই শরীর বা অন্তময় সত্তা তখন হয় তুরীয় আত্মার জাগ্রত বিগ্রহ, আমাদের প্রাণময় সত্তা আমাদের জীবনীশক্তি হয় সেই আত্মারই জীবন-ধারার জীবনধারণার মুক্ত প্রবাহ ও প্রণালী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মনবুদ্ধির স্তর হইতে যখন আমরা বিজ্ঞানের স্তরে উঠিয়া দাঁড়াই যেন বোধ হয় তখন সব উল্টা হইয়া দেখা দিয়াছে—ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ এ কথার অর্থ এই যে, মনোময় সত্তা যে প্রতিষ্ঠা হইতে, যে গোড়ার সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ দিয়া আপন অভিজ্ঞা ও উপলব্ধির পথে চলিতে থাকে, বিজ্ঞানময় সত্তা আরম্ভ করে ঠিক তাহার বিপরীত প্রতিষ্ঠা হইতে, অন্য প্রান্তের সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ দিয়া। মনোময় জীব আরম্ভ করে স্থূল প্রতিষ্ঠান হইতে, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়া; বিজ্ঞানময় জীব আরম্ভ করে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান হইতে, আত্মার স্বয়ম্প্রকাশ সত্য দিয়া। মনবুদ্ধি প্রথমেই স্বীকার করে দেখে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, এই ইন্দ্রিয়দত্ত উপকরণগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া বিচার বিতর্কের সহায়ে সে ক্রমে সাধারণ হইতে সাধারণতর উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যে পৌছিতে চেষ্টা করে—আত্মা, ভগবান এই রকম মূল বা চরম তত্ত্ব যে সব তাহাতে মনবুদ্ধি পৌছে ক্রমে ক্রমে সকলের শেষে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রিয়া এ রকম নয়। বিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমেই দেখে আত্মা অর্থাৎ জিনিষের মূল চরম তত্ত্ব সব, আর তাহার উপর দাঁড়াইয়া, তাহাদের আলোক ও প্রেরণায় বিচারবুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ঢালাই করিয়া লয়। মনবুদ্ধির কাছে আত্মার সত্য, মূল তত্ত্ব সব হইতেছে বস্তুশূন্য ফাঁপা চিন্তা মাত্র, এ সকল সম্বন্ধে বুদ্ধির উপলব্ধি বা ধারণায় সার জিনিষটাই নাই, এ কেবল কল্পনা বা রচনা, অনুমানের দেওয়া সিদ্ধান্ত মাত্র। বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু এই সকল সত্য এই সকল তত্ত্বই হইতেছে জাগ্রত জীবন্ত বস্তু—স্বতঃপ্রমাণিত, নিত্য সত্য; উহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া সকল উপলব্ধি সকল চিন্তা সকল অনুমান সকল সিদ্ধান্ত ফুটিয়া উঠিতেছে। মনবুদ্ধিকে সত্যের কাছে ক্রমে পৌঁছিতে হইতেছে, বিজ্ঞান কিন্তু সত্যকে একযোগে খুলিয়া ধরে। বিজ্ঞান বা এই সাক্ষাৎদৃষ্টি যে কেবল আধ্যাত্মিক সত্যকেই দেখায় তাহা নহে; আধ্যাত্মিক হউক অথবা যে কোন রকম অনুভূতি প্রতীতি হউক, সত্তার হউক আর চেতনার হউক, আনন্দের হউক শক্তির হউক ক্রিয়ার হউক, পরমার্থিক হউক আর ব্যবহারিক হউক, বাস্তব হউক আর সম্ভাবনা হউক অথবা ভাবিষ্যৎ হউক—সব ক্ষেত্রের সব স্তরের সত্যকেই বিজ্ঞান উন্মুক্ত করিয়া ধরে। অনেক সময়ে আমাদের এই ভুল ধারণা হয় যে, দিব্যদৃষ্টি, অপরোক্ষানুভূতি তুরীয় উপলব্ধি বুঝি খেলে সুধু আধ্যাত্মিক পরমার্থিক বা উচ্চতর স্তরের সত্য লইয়া; অথবা এই বৃত্তিটিকে এমনও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলি যে তাহাকে আবদ্ধ রাখি কেবল একমেবাদ্বিতীয়মের উপলব্ধিতে। এই জন্যই আধ্যাত্মিক আর স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি হইয়াছে, স্বাভাবিক জীবন হইয়া পড়িয়াছে প্রাকৃত জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবন হইয়া উঠিয়াছে অতি প্রাকৃত অর্থাৎ কৃত্রিম জীবন। কিন্তু এই রকম হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তুরীয়-দৃষ্টি বিজ্ঞান-শক্তি আমরা খেলাইয়া তুলিতে পারি এই জীবনের সকল জিনিষের ভিতর দিয়া। বিজ্ঞানই চিন্তায় চিন্তায়, শক্তিতে শক্তিতে, ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় যে সত্য সম্বন্ধ তাহা বাহির করে, সাজাইয়া ধরে; আর ইহাদের সকলের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকেও ফুটাইয়া ধরে, এবং সমস্তকে একটা স্বয়ম্প্রকাশ সামঞ্জস্যের মধ্যে গাঁথিয়া তোলে। স্থূল ইন্দ্রিয় যে সব জিনিষ আহরণ করিতেছে, বিজ্ঞান তাহাদিগকেও তাচ্ছিল্য করে না, তাহাদিগকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়, কিন্তু ইহাদের অর্থ সে নির্ণয় করে ইহাদের পিছনে আছে যাহা তাহারই আলোকে, ইহাদিগকে কাজে লাগায় সুধু বাহিরের চিহ্ন বা ইঙ্গিত রূপে। স্থূল-ইন্দ্রিয়ের আপন আপন যে ক্ষেত্র, সেই সব ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান কেবল স্থূল-ইন্দ্রিয়ের উপরেই নির্ভর করে না, ইন্দ্রিয়ের বিষয়েও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের নিজেরও আছে একটা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি, একটা ভিতরের গুপ্ত মনের প্রতীতি—এই সকলকে আনিয়া সে স্থূল-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির উপর ফেলে। আর সকলের পিছনে ত আছেই তার মূল-উপলব্ধি আধ্যাত্মিক পরমার্থিক সত্য সব। এই মূলের উপর ভর করিয়া আর আর সকল স্তরের অনুভূতিকে উপলব্ধিকে আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, অনন্তকে মিলাইয়া সমঞ্জস করিয়া উদার ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুন্নত করিয়া বিজ্ঞান আনিয়া দিতেছে একটা পূর্ণ জ্ঞানময় জগৎ।

বিজ্ঞান সুধু জ্ঞানের শক্তি নয়। হৃদয়বৃত্তিকে চিত্তাবেগকেও আপনার মধ্যে টানিয়া লয়, উহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ধরে উহাদের আধ্যাত্মিক পদার্থে—তুরীয় চেতনার ছাঁচেই সে উহাদিগকে ঢালাই করিয়া লয়। আনন্দ হইতেই উহাদের উৎপত্তি, নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে উহারা আনন্দেরই বিকৃতি—বিজ্ঞান উহাদিগকে তাই এই আনন্দেরই বিভিন্ন ভাবের—রসের মধ্যে উঠাইয়া ধরে, বিকৃতির সংশোধন করিয়া উহাদের স্বরূপকে ফুটাইয়া তোলে। বাসনার বেগ, প্রাণশক্তির ক্রিয়াকেও বিজ্ঞান সেই রকমে অধ্যাত্মজীবনের ধারার সহিত মিলাইয়া ধরে, অন্তরাত্মার বেগ তপঃশক্তির ক্রিয়ার ভাব ও ভঙ্গীতেই গঠিত করে পরিচালিত করে। বিজ্ঞান সকলের নীচের এই দেহ-বোধ বা শারীরিক-চেতনাকে গুরুবর্ণ তমঃ হইতে নিরেট জড়ত্ব হইতে মুক্ত করে, তুরীয় আনন্দের শক্তির জ্যোতির মুক্ত প্রণালী, নির্ম্মল আধার করিয়া গড়িয়া তোলে।

সাধারণ জীবনে আমাদের মনবুদ্ধিকে লইয়া খেলিতেছে যে ইচ্ছাশক্তি তাহা যেমন কাজ করে, বিজ্ঞানময় শক্তিও সেই রকম জীবনের, কর্ম্মের জ্ঞানের যন্ত্র। তবে মনের বল ও বিচার কাজ আরম্ভ করে বাহিরের জীবন, স্থূল-ইন্দ্রিয়, জড়জগৎ দিতেছে যে সব জিনিষ তাহার উপর ভর করিয়া—তারপর চিন্তা করিয়া এ সকল উপকরণের সম্বন্ধ বাহির করে, সকলের শেষে আরও উচ্চতর সত্যের সহিত উহাদিগকে বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

শ্রীউমাশঙ্কর ··· Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণযোগ

কিন্তু আরম্ভ করে আত্মার অন্তরতম সত্তার সত্য দিয়া, একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি সাক্ষাৎ দৃষ্টির সহায়ে তাহাকে সংযুক্ত করিয়া ধরে মনের প্রাণের জীবনে, ইন্দ্রিয়ের জগতের জিনিষের সহিত—অবশ্য ঐ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঐ সাক্ষাৎ দৃষ্টি সাধারণ অনুভূতি সাধারণ দৃষ্টি কিছুকে অবহেলা করে না, কিন্তু ইহাদিগকে সে ব্যবহার করে নিজেরই যন্ত্ররূপে। তারপর, মানুষের যে মন সাধারণতঃ স্থূল-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একেবারে আবদ্ধ তাহা অপেক্ষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক বিপুলতর, এমন কি যে শুদ্ধবুদ্ধি নিজের ক্ষেত্রে মুক্ত, যে কাজ করে সূক্ষ্ম একটা মন ও সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়া, তাহা অপেক্ষাও বিজ্ঞান বৃহত্তর রাজ্যের সম্রাট। আর, মানসিক বল ও বুদ্ধির নাই যে শক্তি বিজ্ঞানের আছে সেই শক্তি, মানসিক বল বুদ্ধি পারে না, কিন্তু একমাত্র বিজ্ঞানই পারে মানুষের সমস্ত সত্তাকে এক এক অঙ্গ করিয়া সর্ব্বাঙ্গকে একটা সমন্বয়ে সামঞ্জস্যে বাঁধিয়া দিয়া আত্মারই যন্ত্র বিগ্রহ জাগ্রত-প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

বিজ্ঞান হইতেছে মানুষের সমগ্র সত্তায়, সমস্ত প্রকৃতির সকল প্রবৃত্তি ও প্রেরণার সমন্বয়ক্ষেত্র। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই মানুষের প্রত্যেক অঙ্গের পরস্পরের মধ্যে আছে সুধু বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব। ইন্দ্রিয় যে সাক্ষ্য দেয়, বিচার বুদ্ধি বলে তাহার বিপরীত কথা—চক্ষে দেখি সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম চলিয়াছে, কিন্তু বিচারে পাই সূর্য্য স্থির, পৃথিবী চলিয়াছে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। আবার জ্ঞানে যাহা বুঝি, কর্ম্মে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারি না—বুঝি অহঙ্কার হইতে বড় অন্তরাত্মা, তবুও অহঙ্কারকেই মানিয়া চলি, অন্তরাত্মাকে চিনি না। কর্ম্মের শক্তি যেখানে আছে বা প্রয়োগ করিতে পারি সেখানে আবার দেখি জ্ঞান খাট হইয়া পড়িয়াছে—অজ্ঞানের বশে পাহাড় উপড়াইতে সাগর ছেঁচিতে বসিয়াছি কিন্তু জ্ঞান হওয়া মাত্র একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি যদি যুগপৎ পাইয়া থাকি তবে আবার সরস আনন্দকে সেখানে খুঁজিয়া পাই না—কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় জোর করিয়া কে যেন ঠেলিয়া লইতেছে, কিন্তু হৃদয় যেন তাহাতে ভরাট হইয়া উঠিতেছে না। হৃদয় যদি ভরিয়া উঠিল, আনন্দের ভাবের আতিশয্যে দেখি জ্ঞান কর্ম্ম সব এলাইয়া গুলাইয়া পড়িতেছে। আর সবই ঠিক থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...

তবে সর্ব্বশেষে দেখি এই স্থূল শরীরটা তাহাদের সাথে সমান তালে চলিতে পারিতেছে না, রোগজরা দৌর্ব্বল্য আলস্য অসৌন্দর্য্য লইয়া কেমন বেখাপ্পা আলাদা হইয়া রহিয়াছে।

এই সমস্ত গোলমাল মিটমাট হয়, সকল স্তরের সকল প্রবৃত্তির শুদ্ধি পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য সাধিত হয় বিজ্ঞান-শক্তিতে। মানুষের অঙ্গে অঙ্গে একটা বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব আছে, ইহা যেমন সত্য কথা, তেমনি উহাদের মধ্যে আছে যে একটা সাম্য ও সামঞ্জস্য তাহাও সত্য। বৈষম্য দ্বন্দ্বটা চোখে ধরা পড়ে সেইজন্য সেটাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা যায় বটে, কিন্তু সাম্য ও সামঞ্জস্য চোখে ধরা না পড়িলেও সত্যকার বস্তু। ভিতরে একটা মিলন আছেই নতুবা সবগুলি মারামারি কাটাকাটি করিয়াও একসাথে বসবাস করিতেছে কি রকমে? অবশ্য বলা যাইতে পারে, মিল কোথাও নাই, একসাথে থাকা জিনিষটা হইতেছে বিরুদ্ধশক্তি সকলের পরস্পরের টানাটানির বকেয়া ফল (balance); ও-জিনিষটা খাঁটি মিল বা ঐক্য নয়, ওটি হইতেছে সন্ধিমাত্র। কিন্তু ইহা হইতেছে মনের স্তরের কথা; যতক্ষণ আমরা মনের উপরে উঠিয়া যাইতে পারি নাই, মনের ধর্ম্মকেই চরম করিয়া দেখিতেছি ততক্ষণ ঐ রকমই বোধ হয়। ফলতঃ, মনের উপরে উঠিয়া বিজ্ঞানময় স্তরে যখন প্রতিষ্ঠিত হই তখনই নিগূঢ় নিবিড় মিলনসূত্রটি আমাদের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আমাদের জীবনের সকল বৃত্তি তাহাতে গাঁথিয়া উঠিতে থাকে।

কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞান হইতেছে সৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ... Varanasi

প্রকাশের কেন্দ্র, মূলচক্র। সব জিনিষের যে অন্তরাত্মা, যে আদি সত্তা, যে দিব্যদেহ তাহাদের লইয়া গঠিত এই বিজ্ঞানলোক। অনন্তের অদ্বিতীয় একত্ব এইখানেই আসিয়া প্রথমে বহুত্বে বিভক্ত হইয়াছে, আর সান্তের বহুল ভিন্নত্ব তাহাই এখানে, উপনিষদের কথায়, ব্যূহগত হইয়াছে অর্থাৎ ঐক্য পাইয়াছে। সৃষ্টির যে বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব, তাহা জিনিষের বহিরঙ্গে, জিনিষের অন্তরাত্মায় অন্তরাত্মায় কোন বৈষম্য নাই, দ্বন্দ্বও নাই। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে পুরুষ যে দিব্যদেহী, তাহাদের পরস্পরের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, তাহারা একেরই নানামূর্ত্তি, তাহারা একই। বৈদিক দেবতারা যেমন ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রত্যেকের আছে এক একটা বিশেষ রূপ, বিশেষ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, তবু তাঁহারা একই, তাঁহাদের সমবেত কার্য্যেই সৃষ্টি চলিতেছে, যজ্ঞে তাঁহাদের সকলকেই আহ্বান করিতে হয়—সেই রকম বিজ্ঞানলোকে মানুষের সকল বৃত্তি ভিন্ন হইয়াও আবার একই। ফলতঃ বৈদিক দেবতারা আর কিছুই নহে, তাহারা বিজ্ঞান লোকেরই শক্তিসংঘ।

সুতরাং এই কথাটি ভালরূপে স্মরণে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞান হইতেছে একের ও বহুর সামঞ্জস্য ক্ষেত্র। এই স্তরে উঠিতে পারিলে সুধু এককেই যে পাওয়া যায় তাহা নয়, বহুত্বের মধ্যে বহুত্বকে লইয়া আলিঙ্গন করিয়া একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। মায়াবাদী বহুতে যে এক দেখেন তাহা হইতেছে বহুকে লুপ্ত করিয়া তবে একক দেখা। বহুকে জাগ্রত রাখিয়া, বহুর বহুত্ব সত্ত্বেও নয়, বহুর বহুত্বের জন্যই যে একত্ব তাহারই সিদ্ধি হইতেছে পূর্ণযোগীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান সাধকের বিশেষত্ব। এইজন্য দরকার সব জিনিষের মোটের (ensemble) মধ্যে যে একত্ব তাহা সুধু দেখা বা পাওয়া নয় কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের আছে যে বিশেষ অন্তরাত্মা বা দিব্যপুরুষ বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাহাই দেখা ও পাওয়া। এই দেখা ও পাওয়া তখনই সম্ভব যখন আমি আমার নিজের অন্তরাত্মাকে, দিব্যপুরুষকে অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে দেখিয়াছি ও পাইয়াছি। আর এ দেখাও দেখি, এ পাওয়াও পাই তখনই যখন আমি আমার আমাকে উঠাইয়া ধরিয়াছি বিজ্ঞানময় লোকে।

বস্তুর এই যে অন্তরাত্মা দিব্যদেহ বা বিজ্ঞানময় সত্তা এখানেই বীজরূপে নিহিত তাহার স্থূলতর সকল প্রকৃতি, সকল স্তর ও সকল বৃত্তি। মানুষের আছে যে দেহ, প্রাণ, মন আর অহঙ্কার অর্থাৎ তাহার অস্থিমজ্জা মেদমাংসময় জড় সত্তা, তাহার ভোগ ও কর্ম্মৈষণা, তাহার জ্ঞানের বৃত্তি আর তাহার আত্মবোধ, এই প্রত্যেক অঙ্গের বা স্তরের যে সত্তা স্বরূপ তাহাদের লইয়া গঠিত বিজ্ঞানময় সত্তা, আর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে প্রত্যেক অঙ্গ নির্দ্দোষ নিটোল পূর্ণ, পরস্পরের সহিত পরস্পরে সামঞ্জস্যে ও ঐক্যে বিধৃত। সুধু তাই নয়, প্রত্যেক ব্যষ্টি যে আপন আপন জ্যোতির্ম্ময় দিব্য সত্তায় সিদ্ধ পূর্ণ তাহা নয়, এখানে আবার ব্যষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির সে পার্থক্যের দেওয়ালটিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সকলের মধ্যে মুক্ত আদান প্রদান চলিতেছে, সকলের মধ্যে একই স্রোত নানা ভঙ্গিমায় অবাধেই বহিয়া চলিয়াছে।

স্থূল প্রকাশে মানুষে মানুষে, মানুষের নিজের মধ্যে যে বৈষম্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান

যে অসঙ্গতি ফুটিয়াছে, তাহারই অন্তরালে, তাহারই অপর দিকে, ভিত্তি হইতেছে ঐ পরম ঐ পূর্ণ সঙ্গতি। এই ভিতরের সত্য যে ভিতরেই থাকিয়া যাইবে তাহা নয়; বাহিরের সত্যটি যে চিরকালই বাহিরের ঐ একরূপ লইয়া থাকিবে তাহা নয়। জগতের পরিবর্ত্তনের বিবর্ত্তনের ধারা হইতেছে ঐ ভিতরের সত্যটিকেই ক্রমে ক্রমে বাহিরের সত্যের মধ্যে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরা, বাহিরের সত্যটিকে রূপান্তরিত করিয়া এই ভিতরের সত্যেই উঠাইয়া ধরা; মানুষের সাধনার লক্ষ্য হইতেছে সেই অন্তরাত্মার তুরীয়ের সামঞ্জস্য ও পূর্ণতাকে জীবনের মধ্যে জাগাইয়া ধরা, জীবনের আপাত দৃশ্যমান খণ্ডতা ও দীনতাকে দূর করিয়া তাহার লুক্কায়িত ফল্গুধারাকে প্রকাশ করিয়া ধরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণযোগ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত

"The nature of the subject dealt with and the clear and forcible way in which it is treated shows that the author is a 'seer' and 'savant'." —*Amrita Bazar Patrika.*

গ্রন্থকারের আদর্শ অতি উচ্চ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের অনুগত; গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। এই পুস্তিকার প্রচার বাঞ্ছনীয়।" —প্রবাসী

"এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের বিদ্যাবত্তা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি।" —ভারতী

বর্ত্তমানে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যে নবযুগের সূচনা হইয়াছে; তাহাতে কেবল ব্যষ্টিজীবনের সিদ্ধি বা মুক্তিই আর আমাদের পরমার্থ নয়, তাহার সহিত চাই এখন সমষ্টিজীবনের সিদ্ধি বা নিখিল মানবজাতির সিদ্ধি। ইহাতে সেই নিখিল মানবজাতি কথাই বলা হইয়াছে। ভাষা অতি সহজ, সরস দীপ্তিময়ী; গ্রন্থকারের আপনার শক্তির উপর আস্থা লেখার অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

দেবজন্ম	...	১৲	নারীর কথা	...	১।০
স্বরাজের পথে	...	৸০	সাহিত্যিকা	...	১॥০

The Coming Race ... ১।০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন যোগ সম্বন্ধীয় আর দুইখানি পুস্তক

যৌগিক সাধন

আত্মসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। এই বইখানিতে মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়গুলির কথা তাহাদের কার্য্যাদির বিবরণ খুব সরল ভাবে বুঝান হইয়াছে। নূতন সাধকগণের এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। এখানি শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী Yogic Sadhan এর অনুবাদ।

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দশ আনা

লীলা

অনন্তযুগ ধরিয়া শ্রীভগবান্ তাহার যে অনন্ত নাট্যলীলা প্রকটিত করিয়া আসিতেছেন, সেই রহস্য উপলব্ধি পূর্ব্বক সকলেই যাহাতে ভাগবতজীবন লাভ করিতে পারে এই ভাবে ইহা লিখিত। পুস্তকখানি শ্রীঅরবিন্দের Yoga and its Objects হইতে গৃহীত।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক নূতন যুগের যে নব মন্ত্র বহন করিয়া ধারাবাহিক পুস্তকগুলি পরে পরে বাহির হইতেছে, লীলা তাহার অন্যতম। লীলায় সাধনের যে কত স্তরের কত কথা আছে তাহা তত্ত্বপিপাসু পড়িয়া দেখিলে বুঝিবেন।

—নারায়ণ

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ছয় আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পুস্তকাবলী

নারীর কথা ১।০

পুরুষ ও নারীকে ভর করিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত পুরুষ নারীকে কি ভাবে দেখিয়া আসিয়াছে—নারীর অন্তরাত্মার পূর্ণ স্বাধীন বিকাশ হইলে সমাজ কি রূপ লইবে—এইসব কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে দু'এর জীবনে যে সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেকেরই বইখানি পড়া দরকার। মনোরম বাঁধাই।

স্বরাজের পথে ৸০

বর্ত্তমান যুগের বাণী কি—বর্ত্তমানের সমস্যাই বা কি, স্বরাজ কি—কোন্ পথে মানবজাতি প্রকৃত স্বরাজ পাইবে—যে সমস্ত বিষয় বর্ত্তমানে চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, গ্রন্থকার নানান্ দিক দিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

দেবজন্ম ১৲

জগৎ আজ একটা নূতন যুগের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকেই একটা গোলমাল ও বিপ্লবের হাওয়া দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানের এই বিশৃঙ্খলতা ভেদ করিয়া জগতে যে সামঞ্জস্য আসিতেছে, কয়েকটি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া তাহাই দেখান হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, চন্দননগর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi